সমভ্যারে করিয়া কালীবাবু আপন গয়াল উপভিহি মহল্লার মতিচাঁদ ঢেড়ির বাটীতে মুখোপাধ্যায় সমভ্যারে আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলাম। ঐ স্থানে যাইয়া বিবেচনা হইল অন্য স্থানে বাসা করা। এই কথা হইতে হইতে মতিচাঁদের পৌত্র রামহরি ঢেড়ির এক জন গোমস্তা আসিয়া সংবাদ করিল যে, পুনরায় এক পল্টন বেগড়া সিপাহী আসিতেছে, ম্যাজিষ্টর সাহেব সহর-ঘাটিতে গোরা আনিতে গিয়াছেন, যে কিছু সৈন্য গয়াতে ছিল, মণিসাহেব তাহাদিগকে লইয়া ধাওয়া করিয়া ফতেপুর গমন করিলেন। ইহা শুনিয়া আমরা চাঁদচকে মতিচাঁদের যে বাগান বাটী আছে, তাহাতে আসিয়া বাসা হইল। বেহারাগণ পাল্কি লইয়া বাগানের সম্মুখে দোকানে রহিল। এ দিবস তীর্থোপবাস, রাত্রে শয়ন করিয়া থাকা হইল, অতিশয় মশা—গয়ার মশা, রাত্রে নিদ্রা হইল না।

৪ কার্ত্তিক, সোমবার, যমদ্বিতীয়া

প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া গয়ালের বাটীতে যাইয়া কহা হইল, "আমরা পথের ভয় জন্য টাকা কিছুই লইয়া আসি নাই, অতএব কিছু টাকা দিতে হইবে, পাটনা-মোকামে টাকা দিব।" তাহাতে কালীবাবুর গয়াল রামহরি কহিলেন, "আমি নগদ এক পয়সা এক্ষণে দিতে পারিব না, তাহার কারণ লুঠ-ফসাদের গোলযোগের জন্য আমাদের নগদ টাকা কিম্বা স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্রব্যাদি কিছুই বাহিরে নাই। সকল [illegible] পুঁতিয়া রাখিয়াছি, পাইবে না।" ইহা কহিয়া কহিলেন যে, "তোমরা যাও, যদি শীঘ্র করিয়া আজকার মধ্যে পিণ্ডদান করিতে

পার, তবেই হইবে, নচেৎ যেমত গোলযোগ শুনিতেছি বিষ্ণু-মন্দির যাওয়া কঠিন হইবে।" এই কথা শুনিয়া আপন আপন গয়ালের চাকর আচার্য্য অর্থাৎ পুরোহিত ব্রাহ্মণ লইয়া শ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া শুচিযুক্ত বস্ত্র অন্বেষণ করিয়া কেহ পাই হাতের কেলে কাচা আড়াই পাই হাত দিয়া ঐ কাপড় লওয়া হইল, অত রকম কাপড় পাওয়া গেল না, যাহা পাওয়া গেল তাহাই সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া লইয়া ফল্গুতে যাইয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া, প্রথমে ফল্গুতীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিয়া প্রথামত পিণ্ডদান হইল। পরে বিষ্ণু-মন্দিরে যাইয়া নাট-মন্দিরে শ্রাদ্ধ করিয়া বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিয়া, পরে দানাদি করিয়া সুফল লওয়া হইল। বেলা আড়াই প্রহর গতে তথা হইতে বাহির হইয়া কালীবাবু ও মুখোপাধ্যায় বাসায় ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে গেলেন, আমি গয়ালের বাটীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে এবং গয়ালকে বিদায় করিতে ও বিদায় হইতে কিছু বিলম্ব হইল। তাহার পর টীকচন্দের বাগানের বাসাকে গয়ালের চাকর চৌদিকে সমভারে করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম ফটক সকল কপাট বন্ধ করিয়া তাহাতে মাটী দিয়া জরাট করিতেছে। তৎকালে লাল-দরজা আর মজিদেনের বৈঠকের নীচের ফটক—এই দুই ফটক রুদ্ধ হইয়াছে, বাকি হই-বার উদ্যোগ। ফটক দিয়া বাহির হইয়া বাসায় আসিবার পথ না পাইয়া গলিতে গলিতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ বেড় দিয়া বাহির রাস্তা হইয়া বাসাতে পঁহুছিলাম। পথিমধ্যে দেখিলাম যে, নগরের যত মনুষ্য সকলে পলায়নোন্মুখ, আপন ঘরের দ্রব্যাদি বাল-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষ স্কন্ধে পৃষ্ঠে মস্তকে বহন করিয়া

রহিয়াছে, কেহ পর্ব্বতে কেহ গ্রামান্তে কেহ ফটকের ভিতরে লইয়া যাইবার তদ্বিরে আছে, সাহেবদিগের কাগজাত এবং এলবাস দ্রব্যাদি পর্ব্বতে পাঠাইয়াছে। সাহেবগণ যুদ্ধ-সজ্জায় সন্নিহানে স্থানে আছেন, কেহ পর্ব্বত উপরে কেহ দূরবীণ দিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন। বাঙ্গালী সকল আপন আপন তৈজস এবং যাহার যাহা অর্থাদি ছিল, তাহা মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া তাহার উপরে ছুত হাঁড়ি পাঁশ ছাই আবর্জ্জনা ফেলিয়া জঞ্জালের স্থান করিয়া রাখিয়াছে, এক এক মলিন বস্ত্রে ছদ্মবেশে রহিয়াছে। পরাণ কি আর আর ধনাঢ্যগণ মহল্লার ভিতরে যাহাদের বাস, তাহারা আপন দ্বারে বহুতর দ্বারপাল নিযুক্ত করিয়া খোলা তরোয়াল, পেশকবজ, কাটার, বল্লম, বন্দুক, পিস্তল, কড়াবিনে বারুদ গুলি ভরিয়া পলিতা জ্বালাইয়া, পানকী-গণ মশ্বাল হস্তে লইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে। বাটীর উপর-তলার ছাতের উপর ছোট বড় পাথর তুলিয়াছে, যদি দস্যু-গণ লুঠ করিতে আইসে, তবে উপর হইতে পাথর ফেলিয়া মারিবে, এই মত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল দেখিয়া চাঁদচন্দের বাগানে আসিয়া দেখিলাম, ব্রাহ্মণ-ভোজনের দ্রব্য আনিয়া রাখিয়াছে। তিন জন ব্রাহ্মণের এক জন আসিয়াছে, দুই জন আসিতে পারে নাই। এক জনকে আহার করাইয়া দুই জনের ভোজন দ্রব্য গ্রামান্তের লোক দ্বারা পাঠান হইল। হাট ঘাট বাজার দোকান সকলই বন্ধ, সরকারের হুকুম মতে থানাদারগণ কাহার ইত্যাদি মজুর লোক সকলকে বেগার ধরিতেছে, তাহার কলরব। এই সকল গোলযোগে পয়াফুরি উলটল করিতে লাগিল, বোধ হইল যেন পুনরায় পরায়ুদ্ধ

উঠিয়াছে, সেই মত মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের অন্নাদি আহার করা হইল না, জলযোগ করিয়া থাকিতে হইল। দিবাবসানে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, আমাদের বাসার নিকটে গোদাবরী পাহাড়, তাহার উপর তিন জন সাহেব দূরবীণ লইয়া প্রাতঃকালাবধি ছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাহাড় হইতে নীচে আইল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে কহিল, "পল্টন এ পথে বুঝি আসিতে পারিল না। পূর্ব্ব আর দক্ষিণ এই দুই দিকে গোরাসৈন্যগণ, পশ্চিম আর উত্তর দিকে শিখ্‌সৈন্য পথরুদ্ধ করিয়াছে। শোণভদ্রের মুখে পাঁচ শত গোরা তোপ সমেত আছে, কোনক্রমে এখানে প্রবেশ হইতে পারিবে না। যে সকল সেনা লইয়া সেনাপতিগণ গিয়াছে, ইহাদিগকে নিপাত না করিতে পারিলে নহরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। আট ক্রোশ অন্তর ফতেপুর, তথায় আছে।" এই সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভয় ঘুচিয়া সাহস হইয়া সন্ধ্যাগতে ৺বিষ্ণুপদ দর্শন করিতে গমন করিয়া দর্শনাদি চরণ-তুলসী লইয়া বাসায় আসিয়া পেড়া (৩) পাথরবাটী লইবার জন্য অনেক তদির করিলাম, কিছুই পাইলাম না। পেড়ার দোকান বন্ধ, পাথরবাটীর দোকান আর নাই, কেবল বাটী ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে। ইহা দেখিয়া ক্ষান্ত হইয়া বাসাতে আসিয়া শয়ন করা হইল। কিন্তু রাত্রে চিন্তাতে নিদ্রা হয় নাই, তিন জনে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে রাত্র শেষ হইল।

৫ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, তৃতীয়া

অতি প্রত্যূষে চাঁদ চকের বাগানের বাসা হইতে বাহির হইয়া ৭ ক্রোশ আসিয়া দেওচটী। এখানে দেখিলাম, কোম্পানি

বাহাদুরের ৫০ জন শিখসৈন্য জাহানা হইতে গয়া সহর রক্ষার্থ যাইতেছিল। ইতোমধ্যে সওয়ার আসিয়া সংবাদ দিল যে, বেগড়া পল্টন পাহাড়ের পথে বেলায় আসিতেছে, এজন্য গোরা ৫০ জন মাঠের পথে যাইতেছে, শিখগণ বেলাতে থাক। এই সংবাদ চিঠির দ্বারা দিয়া গেল। এই সকল

বেলা

খবরাখবর জন্য ঘাটীতে ঘাটীতে চারি জন করিয়া সওয়ার ঘোড়া কসিয়া কোমর বান্ধিয়া প্রস্তুত আছে। এই মত পথের গোলযোগ দেখিয়া বেলাতে মুখ প্রক্ষালন ও স্নানাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া জলযোগান্তে ৩ ক্রোশ আসিয়া যমুনা নদীর কাঠের পুল পার হইয়া মকদমপুরের চটীতে বেলা দুই প্রহর সময়ে পহুছিয়া পাকাদি হইয়া আহার করিয়া এই চটীতে থাকা হইল।

৬ কার্ত্তিক, বুধবার, চতুর্থী

অতি প্রাতে মকদমপুরের চটী হইতে রওনা হইয়া ৫ ক্রোশ আসিয়া দরধা নদী পার হইয়া জাহানা, পরে ৫ ক্রোশ মশৌড়ি, বেলা দশ ঘণ্টায় সময়ে থানার নিকট চটীতে পহুছিয়া স্নানাদি করিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া রসুই হয়। আহারাদি করিয়া অবস্থিতি হইল। রাত্র দুই প্রহর সময়ে মুখোপাধ্যায়ের জ্বর হইল, তজ্জন্য রাত্রে নিদ্রা হইল না।

৭ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, চতুর্থী

প্রাতে মুখোপাধ্যায়ের জন্য এক ডুলি (ও) তিন কাহার পাওয়া গেল, তাহাতেই সওয়ার করাইয়া মশৌড়ি হইতে ২ ক্রোশ আসিয়া নাদাওয়ানের চটীতে আর দুই জন কাহার করিয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া পুনপুনা নদী, তাহাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া জলযোগান্তে

নৌকায় পার হইয়া ২॥০ ক্রোশ আসিয়া পড়সার চটী, তথায় ১২ দোকান আছে। পরে ১ ক্রোশ রাস্তার ছিড়ে, জল পার হইয়া ১ ক্রোশ পাটনার সবজিবাগ, মিত্রের বাটী। তথায় বেলা আড়াই প্রহরের সময় পহুছিলে পর আহারের উদ্যোগ হইয়া রসুই হইলে পর আহার করিয়া সন্ধ্যার সময় নৌকায় যাইয়া শয়ন হইল।

৮ কার্ত্তিক, শুক্রবার, পঞ্চমী

প্রাতে পাটনার রাণীঘাটের চড়াতে প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি করিয়া নৌকাতে জলযোগ হইয়া, সহর ভ্রমণ করিয়া, সবজিবাগের বাসাতে আহারাদি করিয়া, বৈকালে নৌকায় আসিয়া রাত্রে জল খাইয়া নৌকায় শয়ন হইল। এই দিবস গাজিপুরের চিঠি পাই।

৯ কার্ত্তিক, শনিবার, ষষ্ঠী

প্রাতে গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া জলযোগান্তর সবজিবাগের বাসাতে গমন। শ্রীকালীবাবু ঐ বাসাতে প্রথমাগমের শ্রাদ্ধ করেন, তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণকায়স্থ ভোজনোদ্যোগ ছিল। দিবাতে আপনাদের কয়েকজনা, রাত্রে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পকায়ে মিঠায়ে জলপান হয়। অধিক রাত্রি জন্য নৌকাতে যাওয়া হইল না, বাসাতে শয়ন হইল। এতদ্দেশের ছট-ব্রত—শশা, কলা, কলাই, অঙ্কুর এবং পকান্ন।

১০ কার্ত্তিক, রবিবার, সপ্তমী

প্রাতে বাসা হইতে নৌকায় আসিতে গঙ্গার তীরে তীরে দেখিলাম যে, সহরের সকল স্ত্রীলোক যে যেমত ব্যক্তি সে সেইমত সানাচৌকী, কেহ পাল্কি, কেহ মহাপা, কেহ ডুলি, অনেকে পদব্রজে উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে

ছট বা ষষ্ঠী-ব্রত

ভূষিতা হইয়া বালিকা বৃদ্ধা যুবতীগণে রোসনচৌকি টিকারা তাসা কড়া ইত্যাদি যাহার যেমত ক্ষমতা, সেই মত বাদ্য সমভ্যারে নানাজাতি ফল, পাঁচ কলাইয়ের অঙ্কুর, নানামত প্রকার পুরী কচুরি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য আর কাঁদি কাঁদি পাকা কলা, অতি দুঃখী হইলেও এক ছড়া কলা, এক নূতন প্রদীপ এক চাঙ্গারি কুলা আদি(?)তা হরীতকী বয়ড়া লালসূতা পান সুপারি ইক্ষু লইয়া ঘাটে ঘাটে সর্ব্বত্র স্ত্রীগণ বসিয়া আছে। সূর্য্যোদয়ে সকলে স্নান করিয়া সূর্য্যনারায়ণের পূজাদি করিয়া বেলা চারিদণ্ড মধ্যে গঙ্গাতীর হইতে আপন আপন গৃহে গমন করে। এ দিবস দেশের কাহার বাটীতে রসুই ইত্যাদি কিছুই হইবে না, পূর্ব্বদিনের যে সমস্ত পক্কান্নাদি আছে, সেই সকল দ্রব্যাদি ভোজন করিয়া থাকিবে। পূর্ব্ব দিবস বেলা তৃতীয় প্রহরের পর সন্ধ্যার পূর্ব্বাবধি গঙ্গাতে উপরোক্ত মেলা হইয়াছে, পঞ্চমীতে আরম্ভ সপ্তমীতে সমাপন। পশ্চিম দেশে স্থানে স্থানে ছট পূজার সময় ভিন্ন ভিন্ন। কাশী প্রদেশে চৈত্রাবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত চারি মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে এই মত নিয়ম। বৃন্দাবন প্রদেশে শ্রাবণ মাসের ষষ্ঠীতে এই নিয়ম। গুজরাট, বোম্বাই, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, পুনা, সেতারা, সাগর, জব্বলপুর, নর্ম্মদা, নাগপুর ইত্যাদি দক্ষিণ-দেশের জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীতে বাসী দ্রব্য ভোজন করে।

গঙ্গাতীরে ছটের মেলা দেখিয়া নৌকাতে আসিয়া স্নানাদি করিয়া সহর ভ্রমণ। কালীবাবু প্রভৃতি ও সকল স্ত্রীলোক ক্রমে নৌকাতে আসিয়া চড়া মধ্যে রসুই হইয়া চড়াতে আহারাদি হইল। রাজকৃষ্ণমিত্রের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভাগিনী স্বদেশগমন জন্য নৌকাতে আসিলেন, তথায় রাত্রে স্থিতি হইল।

পাটনা হইতে কলিকাতা

সন ১২৬৪ সাল, ১১ কার্ত্তিক, সোমবার, অষ্টমী

প্রাতে পাটনার শহরের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকা খুলিয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া চক্কের ঘাট, যেখানে মাল আমদানী রপ্তানী হয়। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া মারুগঞ্জ, এখানে বাজার এবং কলতি (৩) আড়ত ভাল আছে। এখানকার বরফি অতি-উত্তম। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া বাবুয়াজির বাগান। এই বাগানে এক অতি উত্তম বাউড়ি আছে, জল মধ্যে এক প্রস্থ বাড়ী, বৈঠকখানা, অতি উৎকৃষ্ট, দেখিতে সুসভ্য, অতি মনোরম। বাগানে নানা জাতীয় ফল ফুলের বৃক্ষ লতা আছে, প্রায় দশ বিঘা জমিতে নারিকেল গাছ, সকল গাছ ফলবান, খুঁটি খুঁটি সমান ফলিয়াছে। এমত রূপ নারিকেল গাছ একদেশে কোথাও নাই। বাগানের শৃঙ্খলা কি মত আছে, তাহা কি কহিব? এমত শ্রেণীমত প্রায় দেখা যায় না। এক এক রকম গাছ এক এক স্থানে আছে, তাহার চতুর্দিকে প্রাচীর মধ্যে এক বৈঠকখানা। এই মত ত্রিশ বত্রিশ স্থানে বৈঠকখানা, তাহাতে পুষ্পগণ। প্রধান বৈঠকখানার চতুষ্পার্শ্ব নানাজাতি সুগন্ধি পুষ্পে বেষ্টিত আছে। পরে ২ ক্রোশ ফতুয়ার ঘাট। এই ঘাটে পাইকদিগের বাসাবাড়ী এবং গোমস্তা (৪) বরকন্দাজ আছে। এই স্থান হইতে নৌকা-পথের যাত্রিগণ গয়াধামে গমন করে। বাজার এবং গাড়ী থাকিবার ঘর আছে। গত বৎসরাবধি দস্যুভয় জন্য ফতুয়ার পথে যাত্রীর গমনাগমন প্রায় বন্ধ। বিশেষতঃ এ বৎসর বিদ্রোহী পদাতিকদিগের উপদ্রবে

দস্যুভয় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। পরে ২ ক্রোশ বৈকুণ্ঠপুর বাজার আছে, পরে ৩ ক্রোশ বেণীপুর গ্রাম। এই চড়াতে আহারাদি করিয়া ৬ ক্রোশ আসিয়া রূপস গ্রাম। এখানে গঙ্গার দুই পারে সময়ে সময়ে অতিশয় বেগ হয়। সন ১২৫৭ সালে এমন কঠিন বেগ ছিল যে, নৌকাদি উজান উঠিতে অনেক নষ্ট হইয়াছে। এই রূপস উত্তর পারে, জালেম-জোলমের ঘর। তাহারা দুরাত্মা দস্যু ছিল, দিবাতে নৌকা লুঠিয়া লইত, কাহাকেও শঙ্কা ছিল না। মালবাহী নৌকার চড়ন্দারকে কহিত যে, "আমার এই দ্রব্যের প্রয়োজন আছে দাও, না দাও সকল লুঠিয়া লইব।" তাহা দিলে আর কিছুই কহিত না, বরং চড়ন্দারের খোলসা জন্ম মহাজনকে এমত চিঠি লিখিত যে, "এত পরিমাণের দ্রব্য আমরা লইয়াছি, এজন্য চড়ন্দারের প্রতি যদি কিছু খলিষত কর, তবে তোমার সহিত ভাল করিয়া দেখা করিব।" এই মত দৌরাত্ম্য করিয়া মহাজন লোকের এবং পথিকগণের পথের বিশেষ কণ্টক ছিল। ইহা দেখিয়া শুনিয়া গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী হইয়া দুরাত্মা দুরাচারদিগের দমনের জন্ম সাহেব মাজিষ্টরের প্রতি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়াতে ঐ দুরাত্মা-দিগকে নানা কৌশলে ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। তদবধি পথ সকল নিষ্কণ্টক হইয়াছিল। এক্ষণে রাজদ্রোহী পদাতিকগণের মহোপদ্রবে সর্ব্বত্রই জালেম-জোলমের অধিক হইয়াছে। এই দক্ষিণপার রূপসের নিকট রাত্রে স্থিতি হইল।

জালেম-জোলম দমনের

১২ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, নবমী

প্রাতে রূপসের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া নৌকায় রওনা হইয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া বাড় নামে গ্রাম। এখানে বাজার এবং

বসতি আছে, খাদ্যদ্রব্য সকলই পাওয়া যায়। পাটনা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, পরে ৫ ক্রোশ আসিয়া বকিয়াপুর দো। এই চড়াতে আহার হয়। পরে ৪ ক্রোশ আসিয়া বরিয়াপুর, এখানে দোকান আছে, জলের অতিশয় স্রোত, উজানে নৌকাগুলিতে যে কষ্ট দুঃখ তাহা কহা যায় না। যাহারা গুণ টানিতেছে, তাহারা এমত ঝুঁকিয়া আসিতেছে যে, মুখ প্রায় ভূমির সহিত লিপ্ত হইয়া যাইতেছে। তাহার পর ২ ক্রোশ অন্তরে এক চড়াতে আফিঙের বহর লাগান করিল। তাহার নিকটে নৌকা রাখিয়া রাত্রে স্থিতি হইল।

১৩ কার্ত্তিক, বুধবার, দশমী

চড়াতে প্রাতঃকৃত্য (ও) গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকা খুলিয়া ৪ ক্রোশ আসিয়া সূর্য্যগাড়া, পরে ৪ ক্রোশ আসিয়া এক চড়া। ঐ চড়াতে রসুই করিয়া আহার করা হইল। তাহার পর ৬ ক্রোশ আসিয়া মুঙ্গের, জয়ানন্দগড়। এক্ষণে এক কেল্লা আছে, ২০০ শত গোরা থাকে। জজ মাজিষ্টর কালেক্টরের কাচারি সকল ডাকঘর ডাক্তারখানা কোতোয়ালি সহরের ভিতর। গঙ্গাতীরে কেল্লা, কেল্লার নিকটে কষ্টহারিণীঘাট, তাহার পর বাজার, পরে ষ্টীমার অফিস। গঙ্গাতীরের বাজারে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। সহরের মধ্যে চকবাজার তাহাতে

মুঙ্গের

শৃঙ্খলামত দোকান সকল উত্তম উত্তম দ্রব্যে সুশোভিত, মনোহারী দোকানে নানামত দ্রব্যাদি, হালওয়াইপটী মিষ্টান্নে পর্য্যায়ে সাজাইয়া রাখিয়াছে। বাঁশের চাঙ্গারি, ডালা, ছোট খুচুনি, চুপড়ি (ও) স্বর্ণবেতের ভাল ভাল সাজি আছে, নানা জাতীয় পক্ষী—ময়না, শ্যামা, লালবুলবুল, টিয়া, তুতী, কাকাতুয়া, কাকলা, মদনা, চন্দনা, সার, সারস ইত্যাদি অনেক রকম রকম পাহাড়িয়া

পক্ষী সকলের শাবক ব্যাধগণ লইয়া বিক্রয় করিতেছে। পাথরের থালা রেকাব ভাল ভাল পাওয়া যায়, গঙ্গাতীরে দোকান সকল। এই সহরের কেল্লার নিকট কয়লাঘাটে অবস্থিতি হইল।

১৪ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, একাদশী

প্রাতে মুঙ্গেরের কয়লাঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া জলপথে ৬ ক্রোশ আসিয়া সীতাকুণ্ড যাইবার ঘাট। এখান হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণদিকে যাইতে হয়, তাহার পর পর্ব্বতের নিকটে সীতাকুণ্ড। এই স্থানে সীতাকুণ্ড আছে, তাহার মধ্যে তিন কুণ্ডের মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া পাণ্ডাগণ আছে। ইহার মধ্যে সীতাকুণ্ডের চারিদিকে

সীতাকুণ্ড

পাকা সিঁড়ি, নিকটে ঘর আছে, প্রাচীরে ঘেরা। এই কুণ্ডের জলে গরম ধূঁয়া উঠিতেছে, জল অতি উষ্ণ, স্নানাদি করিতে পারা যায় না, কিন্তু জলে চাউল দিলে সিদ্ধ হয় না, ফুল দিয়া পূজা করিলে গরম জলে ফুল ফেলিলে যেমত সিদ্ধ হয়, তাহা হয় না, ক্রমে পচিয়া যায়। এই সকল কুণ্ডের জল স্নানকুণ্ডে পড়িয়া বাহির হইতেছে। রামকুণ্ড, লক্ষ্মণ-কুণ্ড, ভরতকুণ্ড, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি কয়েক কুণ্ডের জল শীতল। ঐ সকল কুণ্ডের পরিচ্ছেদ নাই, পানাপোকা হইয়া আছে। মুঙ্গের হইতে ডাঙ্গাপথে ২ ক্রোশ, জলপথে ৬ ক্রোশ। তাহার পর ৭ ক্রোশ বুড়্‌হাডিয়া গ্রাম, চল্লিশ বিয়াল্লিশ ঘর বসতি। এই গ্রামের নীচে

জাহ্নিরা
জহ্নুমুনির আলয়

চড়াতে আহার করিয়া তথা হইতে ৬ ক্রোশ জাহ্নিরা। এখানে বসতি এবং বাজার আছে। এই স্থান জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান। জহ্নুমুনি গঙ্গাকে গণ্ডূষ করিয়া পান করেন। পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্ব গঙ্গাবেষ্টিত, গঙ্গার মধ্যে পর্ব্বত, পর্ব্বতোপরি জহ্নুমুনির শিব-স্থাপন। এ পাহাড়ের

উপরে কেহ থাকিতে পারে না, একজন উদাসীন কুটীর করিয়াছিল, সর্পভয়ে থাকিতে পারে নাই। বৃহৎ বৃহৎ সর্পগণ আছে। জলের ভিতর অনেক পাথর আছে, জল অতিশয় বেগবান্, উজান-ভেটেল দুই দিকে যাওয়াই কঠিন, বিশেষতঃ শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাসে এই জল এমত ভয়ানক হয় যে, দুই ক্রোশ থাকিতে ভেটেল নৌকায় মাঝি হাল ছাড়িয়া বৈসে, কোন ক্রমে পাহাড়ের উপর নৌকা না পড়ে। বাজারের নিকট এক খাল আছে, তাহার ভাটিতে যাইয়া নৌকা রাত্রে রহিল।

১৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার, দ্বাদশী

প্রাতে জাহ্নিবার ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ১০ ক্রোশ আসিয়া ভাগলপুর, গঙ্গা হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ অন্তর সহর।

ভাগলপুর

পূর্ব্বে সহরের নীচে গঙ্গা ছিল। সহর মধ্যে অনেক ধনী আছেন, জজ্ কালেক্টর মাজিষ্টর পোষ্টমাষ্টার ডাক্তারখানা আছে। এখানে গোরা-সৈন্ড আছে। ভাগলপুরে খেশের আড়ত, সহরে অনেক বসতি। ইহার মধ্যে চড়াতে পাকাদি হইয়া আহার করিয়া, পরে ৫ ক্রোশ ইংলিসের বাজার, তাহার পর ৫ ক্রোশ কহল-গাঁর বাজার, খালের পারে। এখানে জলের মধ্যে তিনটা পর্ব্বত আছে। ইহাকে ভীমের ঝিঁক কহে। ইহা ভিন্ন স্থানে স্থানে অনেক ছোট ছোট পাহাড় স্বরূপ আছে। গঙ্গা অতিশয় বেগবতী, নৌকা সাবধান অতি সুকঠিন। ভেটেল নৌকায় শ্রাবণ ভাদ্র মাসে দুই ক্রোশ থাকিতে সাবধান হইতে হয়, নচেৎ ঐ পর্ব্বত উপরে পড়িলে মহাবিপদ ঘটে। উজান নৌকা অনেক কষ্টে তুলিতে হয়। তাবৎ

দিয়া গুণ টানিয়া নঙ্গর ফেলিয়া হদ্দ ২ ক্রোশ উঠিতে পারে এত জল, ঘোর পাক খাইয়া কড়া আছে। কহলগাঁ তুল্য জলের প্রবল বেগ কোথাও নাই।

কহলগাঁ

সন্ধ্যার সময়ে কহল-গাঁয়ের বাজারে নীচে অর্থাৎ ভাটি প্রায় এক পুয়া বাহিয়া যে ঘাট, ঐ ঘাটে নৌকা রাখিয়া বাজার দেখিতে যাওয়া হইল। বাজারে দোকান প্রায় ত্রিশ বত্রিশ খানি আছে, ভাল দ্রব্য কিছু নাই, মোটা চাউল খেঁসারি মুসুরির দাল চিড়ে মুড়ি জলপান ইহাই অনেক। এই স্থানে রাত্রে অবস্থিতি হইল।

১৬ কার্ত্তিক, শনিবার, ত্রয়োদশী

প্রাতে কহল-গাঁয়ের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকা খুলিয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া পাথরঘাটা। ইহার জল মধ্যে অনেক পাথর আছে, জলের অতিশয় বেগ, নৌকা অতি সাবধানে আনিতে হয়। জল মধ্যে যে সব পাথর আছে, তাহার উপর নৌকা পড়িলে রক্ষা হওয়া কঠিন, জল অতিশয় কড়া। উজান নৌকা কহলগাঁ হইতে দুই ঘন্টার পথ দুই দিনের কম যাইতে পারে না। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া কুশী নদীর মোহানা, পরে ৫ ক্রোশ পীরপৈঁতি।

পাথর-ঘাটা

এক্ষণে গঙ্গা পীরপৈঁতির নীচে নাই, প্রায় ১ ক্রোশ অন্তরে গঙ্গা হইয়াছে। উত্তর পারে যে নীলকুঠী ছিল, তাহা গঙ্গার ভাঙ্গনে গত হইয়াছে। পরে ৫ ক্রোশ আসিয়া মজাজোলার টিলার উপর এক সাহেবের বাঙ্গালা আছে, নীচে বাজার (৩) দশ বার খানি দোকান আছে। পরে ৫ ক্রোশ সাকরিগলির পাহাড়, গঙ্গার তীরে বাজার। ইহার পরে ২ ক্রোশ আসিয়া সাহেবদের নিকটে রাত্রে থাকা হইল।

পীরপৈঁতি

১৭ কার্ত্তিক, রবিবার, চতুর্দ্দশী

পাহাড়ের নিকটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া নৌকা খুলিয়া ৩ ক্রোশ আসিয়া ফুড়িখোল, গঙ্গাতীরে দোকান আছে। পরে ৫ ক্রোশ রাজমহল। পূর্ব্বে থানার ঘাটে নৌকা লাগিত, এক্ষণে চড়া পড়িয়া বাজার প্রায় এক ক্রোশ অন্তর হইয়াছে। ঐ স্থানে নৌকা রাখিয়া বাজারে গমন করা হইল। পথিমধ্যে ডাকঘর, তথায় চিঠি দিয়া পরে যে রেলরোড হইতেছে, তাহা দেখিয়া বাজারে গিয়াছিলাম। বাজারে প্রায় তাবৎ দ্রব্য পাওয়া যায়। এস্থান দোভাষী দেশ, প্রায় বাঙ্গালা কথা কহে। অত মাজিষ্টর কালেক্টরি কাছারি, রেলরোড-অফিস, ডাকঘর (৩) ডাক্তারখানা আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে রাজমহল গুলজার করিতেছে, বন কাটিয়া অনেক নূতন বাঙ্গালা হইতেছে। গঙ্গাতীরে যে সকল খোড় জঙ্গল আছে, তাহা কাটিয়া দোকান বসাইতেছে। ক্রমে সহর জুলা হইবার সম্ভাবনা। দেখিয়া বোধ হইল, পূর্ব্বে স্থান উত্তম ছিল না, বন জঙ্গল মধ্যে মেলা ছিল, এক্ষণে শৃঙ্খলা মতে বসতি বাজার হইতেছে। রাজমহলের মাটি, খেড়ি (৩) লোহার জিনিস ভাল, মৎস্য সস্তা। রাজমহলের বাজারে খুচি বাজার করিয়া ৮ ক্রোশ আসিয়া নিমতলা গ্রাম। এই স্থানে নীলকর সাহেবের কুঠী আছে। এই স্থানে জেলার কাছারি হইয়াছিল, পর্ব্বতের জল-প্রবাহে ডুবিয়া যাওয়াতে রাজমহলে কাছারি হইয়াছে। এই নিমতলাতে সন্ধ্যার পর আহার করিয়া রাত্রে অবস্থিতি হয়।

রাজমহল

১৮ কার্ত্তিক, সোমবার, পৌর্ণমাসী, গ্রাহস্পর্শ

প্রাতে নিমতলা হইতে নৌকা খুলিয়া ৫ ক্রোশ আসিয়া

লক্ষ্মীপুর, এ স্থানে স্নানাদি সমাপন করিয়া ৪ ক্রোশ পরে এক চড়াতে আহার করা হয়। তাহার পর ৫ ক্রোশ আসিয়া কানসাটের বাজার, অনেক কলার বাগান আছে। ছোট ছোট পাহাড়, অতিশয় জঙ্গল, তাহার ভিতর বসতি আছে। মধ্যে মধ্যে বাঘাই ভয় হয়। ইহার ১ ক্রোশ পরে শিবগঞ্জ। এই বাজারে চাউলের আড়ত (আছে) এবং তসরের কাপড় সস্তা। এই গঞ্জ হইতে মহাজনগণ চাউল (ও) তসর কাপড় লইয়া পশ্চিম-দেশে ব্যবসা জন্ত যায়।

শিবগঞ্জ

ইহার পরে গঙ্গাতে পদ্মাতে সঙ্গম। এই খাতে গঙ্গায় পাড়ি দিয়া পদ্মাতে যাইতে হয়। পদ্মা ২ ক্রোশ বাহিলে তড়িগ্রাম। তাহার দক্ষিণ পারে পদ্মায় রাত্রে থাকা হইল। যে স্থানে সঙ্গম ঐ স্থল হইতে শঙ্খাসুর ছলনা করিয়া গঙ্গাকে লইয়া যায়।

১৯ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া

প্রাতে পদ্মাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া ভাগী-রথীর পুরাতন মোহানা, জল অতি অল্প, নৌকা-পথ রুদ্ধ। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া আর এক মোহানা, তাহাও বন্ধ হইয়াছে। ভাগীরথীর দুই মোহানা বন্ধ হইলে পর ১ ক্রোশ আসিয়া পদ্মা হইতে খাল কাটিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ আনিয়া গঙ্গাতে মিশাইয়াছে, তাহাতে নৌকা গতায়াত করিতেছে। মোহানা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ ছাপঘাটির বাজার। ক্রোশ পরে শঙ্করের বাজার, ২০ দোকান আর বসতি আছে। পরে ৬ ক্রোশ আসিয়া জঙ্গিপুর, মাশুলঘাটা। এই ঘাটের মাশুল তহশীল জন্ত একজন সাহেব আছে, এক যায়গা

পদ্মা

সেরেস্তাদার, মোহরের, খাজাঞ্চি, পোত্তদার (ও) দুই জন কেরাণী আছে। ইহা ভিন্ন কুতের মোহরের, চাপরাশি (ও) গস্তের পান্সী অনেক আছে। প্রায় এক কালেক্টরির কাছারির ন্যায়। সওয়ারি নৌকার দাঁড় মাসুল (নয়)।

অজিপুর-মাসুলঘাটা

ফি দাঁড় তিন আনা, মাল বোঝাই কুতে শতকরা ৮০ বার আনা মাসুল দিতে হয়। এই মাসুল ঘাটে দাঁড়ের মাসুল দিয়া সাহেবের সহি চেক লওয়া হইল, কিন্তু যাহারা নৌকা দেখিতে আইসে, তাহারা কিছু লইবার জন্য নানামত ফেসাদ উপস্থিত করে। নৌকার ভিতর ডহরা খুলিয়া মাল তদারক করিবার অছিলাতে লণ্ডভণ্ড করে এবং অনেক বিলম্ব করিয়া কুত-ছাড়-চিঠি দেয়। কুতছাড়-চিঠি না পাইলে মাসুল দাখিল হইয়া ছাড় পায় না। এই সকল কারণে সওয়ার ভীত হইলে কুত মুহুরিদিগকে কিছু দিয়া জিনিস-পত্র তুলিতে না দিয়া ছাড় করিয়া চিঠি লয়। আমাদের নৌকাতে আসিয়া সিন্দুক সকল ও আর আর দ্রব্যাদি পাথর ইত্যাদি দেখিয়া নৌকার কুত মাসুল করিতে উদ্যত, তাহা হইলে পাঁচশত মণের মাসুল দিতে হয়। কুত-মুহুরির নানামত গোলযোগ দেখিয়া খোদ সাহেবের নিকট যাইয়া জানান হইল যে, 'আমাদের সওয়ারির নৌকা, আপনাদিগের আসবাব সকল নৌকাতে আছে, তাহাতে সিন্দুক পেটরা বাক্স ইত্যাদি আছে, তাহাতে সকল রকম জিনিস আছে। এ সকল খুলিয়া দেখাইবার কি কারণ? কেবল অনর্থক ক্লেশ দিয়া বিলম্ব করিতেছে।' ইহা শুনিবামাত্র সাহেব এবং কাছারির আমলাগণ চাপরাশিকে কহিল, "জিনিস তুলিবার কি প্রয়োজন? ভদ্রলোকের সওয়ারি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক নৌকাতে আছে, শীঘ্র ছাড়-চিঠি করিতে কহসে।" সাহেব ধমকাইয়া কহিয়া

দিল, তবে কুত মুহুরিকে নিযুক্ত করিয়া চিঠি লওয়া হইল, চিঠি লইয়া দিবা মাত্র চেক পাওয়া গেল। পরে বাজার যাইয়া বাজারের সকল জিনিস লওয়া হইল। তাবৎ দ্রব্য পাওয়া যায়, অনেক দোকান এবং চক-বাজার আছে, রাস্তার দুই ধারে কাপড় চাউল দাল তৈল ঘৃত আটা ময়দা ইত্যাদির এবং চনা চাবেনা দধি দুগ্ধের দোকান সকল এবং মৎস্য তরকারি ফল-মূলাদির বাজার। এই পুরাণ বাজারের কিঞ্চিৎ অন্তরে নূতন বাজার, অনেক ভদ্রলোকের বসতি আছে। গঙ্গার তীরে এক উত্তম বৈঠকখানা বাগান আছে, তাহাতে আমলাদিগের বাসা। এই বৈঠকখানা মুর্শিদাবাদ-নিবাসী মাধববাবুর, আড়পারে নারিকেল বাগান আছে, তাহাতে অতিথি-শালা, যে কেহ অতিথি হয় তাহাদিগকে উত্তম আহার্য্য দিয়া সন্তুষ্ট করে। দুই পারেই সমান বসতি আছে। এই ঘাটে রাত্রে স্থিতি হইল।

২০ কার্ত্তিক, বুধবার, তৃতীয়া

প্রাতে জঙ্গিপুর হইতে নৌকা খুলিয়া ৫ ক্রোশ আসিয়া নূতন বাজার। এখানে অস্ত্রাদির তল্লাসী আছে, এক দারগা চারি চাপরাশি আছে। তাহাকে পরওয়ানা দেখাইতে ছাড়িয়া দিল। তাহার পর ২ ক্রোশ আসিয়া গাদীর বাজার, পরে ২ ক্রোশ বালাগাছি। এই চড়াতে আহার করিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ পরে বালানগর, পরে ৩ ক্রোশ গয়লাবাদ, বাজার আছে। রাত্রে এই স্থানে থাকা হইল। জঙ্গিপুর হইতে ডাঙ্গা পথে গয়লাবাদ ৮ ক্রোশ।

বালানগর ও গয়লাবাদ

২১ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, চতুর্থী

প্রাতে গয়সাবাদ হইতে রওয়ানা হইয়া ২ ক্রোশ আসিয়া সহর মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ। এই বাজারে লবণ, তুলার গোলা। পরে বালুচর, এখানে কেলি পত্তনের আড়ত। ইহার পরে বসতি, বাজার আছে। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া মুর্শিদাবাদ খাস সহর। নবাবের ইমামবাড়ী, তাহার পরে নিজবাটী। উত্তম তিন তলা বাটীতে হাজার জানলা দরজা আছে, সাত দেউড়ি। এক এক দেউড়িতে এক এক জন দারগা আছে। প্রায় এক ক্রোশ পর্য্যন্ত নবাবের পরিবারদিগের থানা-বাটী। ইহার মধ্যে চাঁদনী চক। ইহাতে নানাদেশীয় সওদাগর সকল উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি লইয়া দোকান সুশোভিত করিয়া আছে। রাস্তাতে লণ্ঠন এবং দুই পার্শ্বে দোকান সকল, গঙ্গার তীরে বৈঠকখানার ঘর সাজান আছে। গঙ্গাতীরে কামান পাতা ছিল, সিপাহীদিগের গোলযোগে রাজ্যে গোলযোগ হওয়াতে ঐ সকল কামান এবং বন্দুক পিস্তল তরোয়াল ইত্যাদি যে কিছু যুদ্ধের অস্ত্রাদি যাহার বাটীতে ছিল, তাহা সমস্ত সরকার বাহাদুর উঠাইয়া লইয়া আপন অস্ত্রাগারে রাখিয়াছেন, কাহার বাটীতে কিছু অস্ত্র শস্ত্র নাই। নবাব নিজামতের বাটীতে যে সব প্রহরিগণ আছে, তাহারা নিরস্ত্র হইয়া যষ্টিহস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছে। নবাবের একশত বেগম আছে, তাঁহাদের মহলে খোজাগণ প্রহরী। খোজাদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃদ্ধ নবাবদিগের নিকট ছিল, এক্ষণে অনেক খর্ব্ব হইয়াছে। বিশেষতঃ নবাবের নিকট দুই জন সাহেব থাকিয়া রাজনীতি এবং বিদ্যাভ্যাস করাইতেছে। নবাবের দুলহনাৎ পূর্ব্ববৎ সকলই আছে, দরবারে গমনের পাদ-

মুর্শিদাবাদ

কায়দা বিলক্ষণ আছে, পদে পদে সেলাম বাজান এবং নকিবের ফুকারাতে অগ্রপশ্চাৎ পা বাড়াইতে হয়, তাহাতে কিছু ত্রুটী নাই। নানা রকমের বাহন প্রস্তুত আছে।

বেগমদিগের ঘাট গঙ্গা পর্য্যন্ত উচ্চ কানাতে ঘেরা আছে। জল-মধ্যে পিনেশ, এক দিকে আবরণ আছে। নিজামতের সকল বৃত্তান্ত অল্পক্ষণে দেখা হয় না।

তাহার পর কাশিমবাজার। মনোহারী দ্রব্যাদির অনেক দোকান, পরে সয়দাবাদ। এস্থানে কুঠীওয়ালা বড় বড় মহাজনের গদি, শালদোশালা বনাত পট্টু পশমিনাদি বিক্রয় হয়। খাগড়ার বাজার ইহাকে বড় বাজার কহে। সকল দ্রব্যের দোকান আছে। কাঁসার জিনিস আর খাগড়ার মুড়কির অতি প্রশংসা। কিন্তু মুড়কি সর্ব্বদা দোকানে তৈয়ার থাকে না, ফরমাইস দিলে তৈয়ার করিয়া দেয়, টাকায় এ বৎসর দেড় সের।

সয়দাবাদ ও খাগড়া

মুড়কির প্রশংসা। এই দেখিতে চিনির মুড়কি। বাহিরে দন্তের চাপ দিলে মচ্ করিয়া শব্দ হয়, পরে রসে টিপিটুপ, [illegible] তৈয়ারি হয়। ময়রার দোকানে ছানাবিড়া পান্তুয়া [illegible] গোলা মণ্ডা সন্দেশ মতিচুর পেরাক জিলাপী অমৃতি বঁদে খাজা গজা রসকরা বাতাসা (ও) পাটালি পাওয়া যায়। বাজারের যে চক আছে, তাহার মধ্যস্থলে মৎস্যের দোকান, নানাজাতি মৎস্য আছে, কিন্তু দুর্ম্মূল্য। মৎস্য কুটিবার যে এক এক বঁটি প্রতি দোকানে দোকানে আছে তাহা দেখিতে অতি ভয়ানক। এক মেছুনি-দিগের দোকান উচ্চতে, তাহাতে পাটী দেওয়া, তাহাতে মৎস্যের সাজান দোকান, বসিবার দক্ষিণ হস্তের দিকে বৃহৎ বঁটি, তাহার হুই, তাহার সাজপুরা লম্বা অর্দ্ধ হাত চোড়া তীক্ষ্ণধার বঁটি, থাড়া

অপেক্ষা ভয়ানক, এই বঁটিতে মৎস্য ছেদন করে। মৎস্য সের দরে বিক্রয় নহে। চুনা কিম্বা কোটা মৎস্য ভাগাদরে, বড় মৎস্য থোক দরে বিক্রয় হয়। তরকারি বাজার চতুর্দ্দিকের বারান্দাতে, আলু বার্ত্তাকু কচু কাঁচকলা থোড় মোচা শাক কাঁচাতেঁতুল কয়েদবেল, কাঁঠালি মর্ত্তমানরম্ভা আতা শশা ইক্ষু পানিফল ইত্যাদি সকল জিনিস পাওয়া যায়। মুড়ি মটর ছোলাভাজার দোকান (৬) কাপড়ের দোকান রাস্তার দুই ধারে। কাঁসারি-পটী খাগড়াতে। খাগড়াই পাউলি, বাট্টা, বাটি, বগিথালা, ডিবে উত্তম উত্তম পাওয়া যায়, ২।০ অবধি পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত সের বিক্রয় হয়। যেমত গঠন তাহার তেমন মূল্য। খাগড়ার পর বহরমপুর। এই স্থানে ছাউনি এবং মাল-দেওয়ানি মাজিষ্টরের কাছারি, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, ইঞ্জিনিয়ার-অফিস, মিলিটরি-দপ্তর। ছাউনিতে আট শত গোরা আছে, যেনী পদাতিক যাহারা পূর্ব্বাবধি এই ছাউনিতে পল্টন ছিল, তাহাদের যুদ্ধ-বিক্রমের বন্দুক তরবারি ইত্যাদি যাহা ছিল, সকল লইয়া নিরস্ত্র করিয়া এক এক সর ছড়ির স্থায় লাঠি দিয়াছে, লাঠি হস্তে প্রহরীর কর্ম্ম করে। করে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। ছাউনির নিকটে গোরাবাজার ; সদরবাজার সাহেবদিগের প্রয়োজনের দ্রব্য সকলের সপ্ আছে। এখানে সব-এসিষ্টান্টসার্জ্জন অভয় নিওগী, জাতিতে সদ্গোপ, অতি সজ্জরিত্র, গঙ্গার তীরে ডিস্পেনসরি, তাহার উপর ঘরে বাসা।

বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ সহর ১২ ক্রোশ অন্তে, ইহার মধ্যে অনেক ধনাঢ্যগণ আছে। জগৎশেঠ, রাজা হরিনাথ কুমার, রাজসাহেব প্রভৃতি বড় বড় ধনাঢ্যগণের বাটী। ইহাদিগের ভাল ভাল দোমহলা, তেমহলা, চৌমহলা ইষ্টকবিনির্ম্মিত চুণমার্জ্জিত ভবন, ঝাড়-লণ্ঠন আয়নাবিত্তে,

ছবিতে (ও) কৌচ কেদারা মেঝে বৈঠকখানা সাজান। এ সহর অতি প্রাচীন সহর। অনেক হীরা জহরৎ পান্না মতি বহুমুল্যের ধনী-দিগের ভবনে আছে। মুসলমান সকল ধনী। এ সহরে মুসলমানের অতিশয় প্রতাপ। অনেক মৌলবী অর্থাৎ পারসী-আরবীতে পণ্ডিত আছে। বহরমপুরের ঘাটে নৌকা রাখিয়া সহর-ভ্রমণ, এজন্য এই ঘাটে স্থিতি হইল। সহরের সর্ব্বত্র বাজার আছে।

২২ কার্ত্তিক, শুক্রবার, পঞ্চমী

প্রাতে বহরমপুরের ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া স্নান-তর্পণাদি করিয়া পরে ২ ক্রোশ মৌল রাঙ্গামেটে, ২ ক্রোশ পরে কাঠালের বাজার, মাটির বাসন ভাল পাওয়া যায়। পশ্চিমে চণ্ডালগড়। বাঙ্গালাদেশে কাঁঠালে মাটির সকল বাসন ভাল ভাল জন্মে। তাহার পর সাটুইয়ের বাজার, রেশমের কুঠী আছে।

সাটুই

অনেক ভদ্র ভদ্র মনুষ্যের বসবাস আছে। পরে মালদা গ্রাম, বাজারাদি আছে। মুর্শিদা-বাদ হইতে মালদা পর্য্যন্ত গঙ্গা অতিশয় চড়া হওয়াতে নৌকা আসা সুকঠিন, মধ্যে মধ্যে মনিনা আছে। দুই দিকে চড়া মধ্যে ঘুলি, তাহার নাম মনিনা, তাহাতে অথাই জল। ঐ জায়গাতে নৌকা পড়িলে নৌকা উপুড় হইবার সম্ভাবনা। তাহার পর ৩ ক্রোশ আসিয়া কপোলেশ্বর বাজার আছে। কপোলে-

কপোলেশ্বর

শ্বর, বাজার আছে। কপোলেশ্বর শিব এই নামে গ্রাম। শিবের আড় অর্থাৎ মেলা চৈত্রমাসে হয়। এই বাজারের ঘাটে রাত্রে থাকা হইল।

২৩ কার্ত্তিক, শনিবার, ষষ্ঠী

কপালেশ্বরের ঘাট হইতে অতি প্রত্যুষে নৌকা খুলিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া চড়াতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ৮ ক্রোশ পরে কালীগঞ্জের বাজার এবং বসতি আছে। ইহার আড়পার চড়াতে আহারাদি করিয়া পরে ২ ক্রোশ আসিয়া শিরনি গ্রাম। পরে নলেপুরের বাজার। ১ ক্রোশ আসিয়া বেলহারিগঞ্জ বাজার ও বসতি আছে। পরে চারি ক্রোশ আসিয়া অজয়নদের মোহানা, তাহার পর কাটোয়া গঞ্জ। অনেক ধনাঢ্যগণের বসতি এবং অনেক দেশের মহাজনদিগের গোলা ও গদি আছে। বাজারে সকল জিনিষ পাওয়া যায়, রাস্তার দুই ধারে দোকান সকল।

কাটোয়া

সহর তুল্যস্থান। শৃঙ্খলামতে দোকান সকল স্থাপিত আছে, অনেক পাকা দোতলা একতলা আছে। চাউল দাল কলাই সরিষা তামাক ইত্যাদি ভূষিমালের এবং ঘৃত গুড়ের আড়ত। এই কাটোয়াতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মুণ্ডন করিয়া ভারতী গোস্বামির নিকট দণ্ড-গ্রহণ, মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর মূর্ত্তি মন্দিরে আছে, সম্মুখে নাট-মন্দির বাটীর। বাহিরে বকুলগাছ আছে, কিছু অন্তরে [illegible] গোপালের ও রাধাকান্তের রাধামাধবের বাটী। এই ঘাটে নৌকা রাখিয়া রাত্রে স্থিতি হইল।

২৪ কার্ত্তিক, রবিবার, সপ্তমী

প্রাতে কাটোয়ার ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া দক্ষিণপার দাঁইহাট-দেওয়ানগঞ্জ। এই স্থানে পিতলের হাঁড়া ইত্যাদি তৈয়ার হয়, গুড়ের আড়ত। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া বাটীয়ারি। উত্তরপার রাম-সীতার বাটী, সেখানে বরাবর ভাগ

আছে, মূর্ত্তি অতি চমৎকার। পরে ২ ক্রোশ ঘোষালপুরের চড়া। এই গ্রামে দস্যু অধিক, ইহারা দিবাতে নৌকা লুঠিয়া লয়। পরে ১ ক্রোশ অগ্রদ্বীপ, যেখানে বাসুঘোষের গোপীনাথ স্বয়ং অদ্যাবধি বাসুঘোষের শ্রাদ্ধ করেন। অতি সুগঠিত মূর্ত্তি। এখানে অনেক বৈষ্ণব আছে। পূর্ব্বে যে অগ্রদ্বীপ ছিল, তাহা গঙ্গাগত। অগ্রদ্বীপের তিন দিকে গঙ্গা, কিন্তু যে গঙ্গা প্রবলা আছেন, তাহা হইতে অগ্রদ্বীপ অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর হইয়াছে। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া কাউডাঙ্গার চড়াতে ভোজন হয়। তাহার পর ১ ক্রোশ পাটুলীগ্রাম—অনেক ধনী ভদ্রলোকের এবং উত্তররাটীর কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের বাস, বাজার হাট আছে। এই গ্রামে ৷৵৹ আনি মহাশয়দিগের পূর্ব্ব বাসস্থান। দেবালয় সকল আছে। পূর্ব্বে পাটুলী গ্রামের নীচে হইয়া গঙ্গা ছিল, এক্ষণে এক ক্রোশ অন্তর হইয়াছে। পরে ২ ক্রোশ আসিয়া বিল্বগ্রাম, এ গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। এই চড়াতে রাত্রে স্থিতি হইল।

অগ্রদ্বীপ

পাটুলী

২৫ কার্ত্তিক, সোমবার, অষ্টমী

প্রাতে বিল্বগ্রামের চড়াতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ১ ক্রোশ পরে আদুলে কড়্কড়ে গ্রাম। পরে ১৷৹ ক্রোশ আসিয়া ক্ষকনপুরের বাজার, বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের ভিতর থানা আছে। পরে ১ ক্রোশ মেড়তলা। তাহার পর ১ ক্রোশ কাকশিনি, অনেক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস, নীলের কুঠী ভগ্ন হইয়া আছে। ইহার ভিতর এক খাল আছে, তাহা হইয়া বর্ষার সময় নবদ্বীপে নৌকা গতায়াত করে। পরে ১ ক্রোশ বেলডাঙ্গা। তাহার

পর দুই ক্রোশ বেলপুখুরিয়া গ্রাম। অনেক ভদ্রলোকের বাসস্থান, বাজার আছে। গঙ্গার জল অতিশয় কড়া, মদিনা আছে। অনেক নৌকা বেপালঠে ডুবিয়া গিয়াছে। অনেক কৌশলে নৌকা পার করিয়া অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া ঘোণাডাঙ্গার আড়পারে চড়াতে আহারাদি করিয়া ১ ক্রোশ আসিয়া কেশেডাঙ্গা। পরে ১ ক্রোশ মাতাপুর। এই মাতাপুরের নীচে হইয়া গঙ্গা নবদ্বীপ আসিতে মজিয়া গিয়াছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া এক সোঁতা ছিল, তাহা প্রবল হইয়া খড়িয়া নদীর সহিত যোগ হইয়া গঙ্গাতে মিশিয়া ত্রিমোহানী হইয়াছে। এইখানে খ'ড়ের মুখ ছিল, নবদ্বীপের উত্তর দিয়া আসিয়াছে। এই উত্তরদিকে বৈষ্ণবটোলা ভাঙ্গনে অনেক বাটী গঙ্গাগত হইতেছে। ত্রিমোহানীর আড়পার মাধবগঞ্জ, পশ্চিম পার নবদ্বীপের পারঘাট। এই ঘাটে নৌকা রহিল। বাজার এবং নবদ্বীপ দেখিতে গমন করিলাম।

বেলপুখুরিয়া

ঘাট হইতে চড়া দিয়া অর্দ্ধ ক্রোশের পর গুরুদাস বাবুর (বাটী)। ইনি জাতিতে শাঁখারি, নবদ্বীপের মধ্যে একজন ধনবান্ ক্রিয়াবান্। তাঁহার বাটীর দক্ষিণদিকে দ্বাদশ শিবস্থাপন। তন্মধ্যে বাগান তাহার দক্ষিণে বাজার। সর্ব্বরকমে পোদ্দের ষোল খানা দোকান আছে, তাহাতে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ময়রার দোকানে সন্দেশ মেঠাই বাজারচলনমত প্রস্তুত থাকে। ফরমাইস দিলে উত্তম উত্তম জিনিস তৈয়ার করিয়া দেয়। মৎস্য তরকারির প্রতি দিবস বেলা এক প্রহরের পর দুই প্রহর পর্য্যন্ত বাজার হয়। বৈকালে চারি পাঁচ খানা মৎস্যের দোকান বৈসে, রাত্র এক প্রহর পর্য্যন্ত থাকে। চাউল,

নবদ্বীপ

দাল, কলাই, লবণ, ঘৃত সকল দোকানে পাওয়া যায়, তৈলের আলাহিদা দোকান আছে। হাটবারে অধিক দূরের বেপারি সব দ্রব্যাদি লইয়া আইসে। নবদ্বীপে তিন বাজার আছে, তাহার মধ্যে এই বাজার প্রধান। যত ময়রার দোকান আছে, তাহার মধ্যে কৃষ্ণময়রার দোকান মাতব্বর। এই বাজারে বাজার করা হইল। পাড়ায় পাড়ায় দোকান আছে। নবদ্বীপ গ্রাম বৃহৎ, অনেক বসতি। গ্রামে ১৪০০ শত ব্রাহ্মণ (ও) ১২০০ শত ঘর বৈষ্ণব। ইহা ভিন্ন তিলি, তাম্বুলি, ময়রা, কাঁসারি, কুমার, কামার, গন্ধবণিক ইত্যাদি নবশাখ প্রায় ১০০০ হাজার ঘর। তদ্ভিন্ন আর আর নীচ হিন্দু জাতি এবং মুসলমানদিগের বসতি আছে। গ্রাম ১ ক্রোশের কম বোধ হয় না। উত্তরদিকে বৈষ্ণবপাড়া, দক্ষিণদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের পাড়া—চতুষ্পাঠী সকল। পঞ্চাশ চতুষ্পাঠী আছে। পশ্চিমদিকে কাজিপাড়া, পূর্ব্বদিকে কাঁসারিপাড়া, এই চারিদিকে চারি পাড়া। তদ্ভিন্ন অন্তঃপাতী পাড়া সকল আছে। গ্রামে অতিশয় বাঁশের বন, মধ্যে মধ্যে অনেক বৃহৎ ইষ্টকালয় এবং গ্রামের মধ্য-স্থলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজভবন, যেস্থানে পণ্ডিতগণ লইয়া রাজ-সভা করিতেন। এক্ষণে মহারাজ গিরিশচন্দ্র কৃষ্ণনগরে উত্তম রাজভবন নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আছেন। এই নবদ্বীপ গঙ্গার ভাঙ্গনে পূর্ব্বস্থান প্রায় গঙ্গাগত হইয়াছে। নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অবতীর্ণ স্থান জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে। কিন্তু সে স্থান গঙ্গাগত। ভক্তগণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এক সুগঠিত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছে। কাঁসারি-পটীর পশ্চিমে মহাপ্রভুর বাটী। তাহাতে এক মন্দির, এক দালান, সম্মুখে নাটমন্দির আছে। দালানে মহাপ্রভু বিরাজিত। মন্দিরে চাবি বন্ধ থাকে। যার যার

গোস্বামীর পালাক্রমে সেবা আছে। মহাপ্রভুর এই প্রধান বাড়ী। ইহাতেই ভক্তবৃন্দ দর্শনার্থে আইসে। ইহার নিকটে এক বাটীতে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, তাহার পর এক বাটীতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু। এই তিন প্রভু নিকটানিকটি তিন বাটীতে আছেন। ইহার পশ্চিম প্রায় ১ পোয়া মালঞ্চপাড়া। তথায় জগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি আছে। তৎবেষ্টিত করিয়া বহু বৈষ্ণবগণ আছেন। নবদ্বীপে যে সব বৈষ্ণব আছেন, ইঁহারা অনেকে মহা মহা পণ্ডিত, ব্যাকরণ এবং গোস্বামীশাস্ত্রে সুশিক্ষিত, অনেকের চতুষ্পাঠী আছে এবং ইষ্টক-নির্ম্মিত কুটীর এবং দেবালয় এক একটী আছে। নবদ্বীপের বুড়া-শিব এবং পাটিলদেবী বড় জাগ্রত। পূর্ব্বে এ স্থানের অতিশয় শোভা ছিল, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিতগণের কল্পবৃক্ষ ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দ লইয়া নবদ্বীপে পূর্ব্ববৎ সকল লীলা করিয়া হরিনাম বিতরণে জীব উদ্ধার করিয়াছেন। এক্ষণে তুই অন্তর্হিত হইয়া গোপাল-ম'দে অন্ধকার হইয়াছে। এই নবদ্বীপের সদর-ঘাটে রাত্রে অবস্থিতি হইল।

২৬ শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, নবমী

প্রাতে নবদ্বীপের ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া নগর-ভ্রমণ দেবদেবী সকল দর্শন করিয়া বেলা ১ প্রহর পরে নৌকা খুলিয়া ৪ ক্রোশ পরে নলেপুর। পরে ১ ক্রোশ হাকডেঙ্গা, তাহার পর ২ [illegible] আসিয়া চড়াতে আহারাদি করিয়া ২ ক্রোশ পরে মির্জাপুর, [illegible] শাইবার খাল। পরে ২ ক্রোশ মথুরাপুর, তাহার পর ১৬০ [illegible] গঙ্গা রাত্রি ৪ দণ্ড পরে পঁহুছান হইল। নৌকা

ঘাটে ভিড়িতে পারিল না। দুই থাক করিয়া নৌকা ধরিয়া আছে, অন্ধকার এবং নৌকার ভিড়, ঘাটের উপর ভাল স্থান নাই, এজন্য পার্শ্বে স্থিতি হইল।

২৭ কার্ত্তিক, বুধবার, দশমী

অতি প্রত্যুষে ঐ পাশের ঘাট হইতে আড়পার মধ্যে এক চড়াতে প্রাতঃকৃত্য ও গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া পুনরায় পাড়ি দিয়া পাথরের বাজারের ঘাটে নৌকা রাখিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজ তেজচাঁদ সমসেরজঙ্গ বাহাদুরের অম্বিকার

অম্বিকায় দেবালয়

দেবালয় দর্শনার্থে গমন। মহারাজের দেবালয় গঙ্গার ঘাট হইতে এক্ষণে এক পোয়া অন্তর হইয়াছে। এই পথের দুই পার্শ্বে দোকান সকল। ইহাতে নানামত দ্রব্যাদির দোকান আছে, সকল জিনিস পাওয়া যায়। মধ্যে এক বালিকা-বিভালয় আছে। তাহার পর শ্রী৺লালজির বাটী। অম্বিকা সহর, কালনার গঞ্জ লালজির দেবোত্তর। দেবালয়ে এক দারগা, একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই দুই প্রধান আমলা, ইহা ভিন্ন আর আর আমলাগণ আছে। প্রথমে সদাব্রত, তাহার পর দেউড়িতে শস্ত্রধারী দ্বারপাল আছে। এই মহলের ভিতরে সদাব্রতের ভাণ্ডার এবং অন্ন অতিথির অতিথিশালা, ভৃত্যগণের বাসা। পরখণ্ডে শ্রী৺কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরে যাইবার দ্বার, তাহার পরে পুষ্করিণী, পরে ৺লালজির মন্দির। তাহার সম্মুখে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত আছে। লালজির দর্শন ও অতি চমৎকার আসবাব, রাজার ঠাকুর। পরখণ্ডে রাসমণ্ডপ, তাহার পর রাজার বৈঠকখানা—রাজ-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত আছে। প্রহরিগণ অস্ত্র লইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে, দেখিবার নিষেধ নাই। তাহার পরখণ্ডে শিবস্থাপন।

প্রথমে ৭৪ মন্দির মণ্ডলাকৃতি, তাহার মধ্যে এক শ্বেত-পাথরের শিব, এক কাল-পাথরের শিব। এই মত ক্রমশঃ আছে। তাহার পরে ৩৪ মন্দির, ঐ মণ্ডলাকৃতি। তাহার সকল মন্দিরে শ্বেত-পাথরের শিব আছে। আর যে চারিটী আছে, তাহাও মন্দিরাকৃতি দর্শন, অতিশয় সৌন্দর্য্য। রাজার সেবা সর্ব্বপ্রকারে উত্তম। মাসিক সেবাদির বরাদ্দ আছে।

কালনার গঞ্জে কমবেশ হাজার গলিয়ানের গদি আছে। শৃঙ্খলা-মতে দ্রব্যাদির গোলাসকল কমবেশ ১ ক্রোশ পর্য্যন্ত। গোলাগঞ্জে আমদানি-রপ্তানির নৌকা, গাড়ী, বলদ সকল যথাস্থানে প্রস্তুত আছে। তুষি দ্রব্যাদির আড়ত (আছে)। নানাদেশের মহাজনগণের গোমস্তা সকল ... আছে।

অম্বিকাতে শিবালয়ের নিকট মৎস্য-তরকারির বাজার বেলা এক প্রহরের পর হয়। ময়রার দোকান অনেক আছে, মেঠাইওয়ালা ব্রাহ্মণের দুই দোকান আছে, খাদ্যদ্রব্য সকল পাওয়া যায়। এই-খানে হাট-বাজার করিয়া বেলা দুই প্রহর গতে নৌকা খুলিয়া এক ক্রোশ পরে সাতগেছে, ২ ক্রোশ পরে গুপ্তিপাড়া। আড়পার

শান্তিপুর

শান্তিপুর, অতি বৃহৎ গ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাস। শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর অভিভাবক গোস্বামীদিগের বাটী। কাপড় অতি উত্তম জন্মে। অনেক তাঁতি আছে, অতি মিহি কাপড় হয়। অনেক ধনাঢ্য মনুষ্য শান্তিপুর গুপ্তিপাড়াতে আছে। সকল সুন্দর গ্রাম। প্রায় দুই ক্রোশ মধ্যে, এক ক্রোশ এক চড়া হইয়াছে। দুই দিকে দুই গঙ্গার প্রবাহ। শান্তিপুরের নীচের গঙ্গা হইয়া মাথাভাঙ্গার মোহানা দিয়া যাইতে হয়। এই গুপ্তিপাড়ার নীচে চড়াতে আহারাদি করিয়া

২ ক্রোশ আসিয়া গুপ্তিপাড়ার বাজারের ঘাটে সন্ধ্যার পূর্ব্বে লাগান করিয়া থাকা হইল।

২৮ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, একাদশী

প্রাতে গুপ্তিপাড়ার ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া পরে ২ ক্রোশ জিরেট-বলাগড়। পূর্ব্বপার হরধামের খাল মাথাভাঙ্গার মোহানার মুখ। ১ ক্রোশ ... ... পুরাণ চাকদহগঞ্জ। গঙ্গা ... ... অন্তর হইয়াছে একজন্ত তথাকার বাজার ভাঙ্গিয়া গঙ্গার তীরে নূতন চাকদহ বাজার হইয়াছে। এ বাজারে দোকান সকল, বেশ্যাদিগের (ও) পথিকদিগের থাকিবার ভাল ভাল ঘর আছে। পরে ২ ক্রোশ সুখ-সাগর। এই স্থানে নীলকুঠী এবং বাজার ছিল, সকল গঙ্গাগত হইয়া গিয়াছে, পুনরায় ... অন্তরে বাজার হইয়াছে। বাজারে ময়রার দোকান ১০।১২ খানা আছে। চাউল দাল ঘৃত লবণ তৈলের সাত-খানা দোকান। বেণের মসলা, তামাক পান মৎস্য তরকারির দোকান সকল আছে। দধির দোকান বাজারে অনেক দেখে ; দধি ভাল নহে, ভিতরে খালি জল, উপরে দুগ্ধের সহিত ময়দা-আটা দিয়া মাথা আঁটিয়া রাখে, দেখিতে উত্তম দধি, ভিতরে কিছু নাই কেবল ছানার জল। এইমত দধির ঠকবিদ্যা। এই বাজারের নিকটের চড়াতে আহারাদি করিয়া পশ্চিমপার শিবেজুমুরদহ, যেখানে কেশবরায়, ভবানরায়ের বাটী, যাহাদের ভয়ে নৌকাপথে কেহ স্থির থাকিতে পারিত না, নৌকার ডাকাতির সৃষ্টিকর্ত্তা। কলিকাতার বাগ্-বাজারের ঘাট পর্য্যন্ত তাহাদের বোম্বেটের নৌকা বেড়াইত। তাহার পর ২ ক্রোশ আসিয়া নসরাইয়ের খাল, পুল আছে। তাহার পশ্চিমে

চাকদহ

শিবেজুমুরদহ

নগরার পুল, যে স্থান হইতে বালি লইয়া যায়। নগরাইয়ে বাজার আছে। পরে ১ ক্রোশ আসিয়া ত্রিবেণার বাঁধাঘাট, কাউতলাতে বাজার।

মুক্তবেণী—দক্ষিণমুখে গঙ্গা, পশ্চিমমুখে সরস্বতী, পূর্ব্বমুখে যমুনা এই স্থানে মুক্ত হইয়াছেন। এখানে স্নান-তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। তাহার পর ১ ক্রোশ বাঁশবেড়িয়া বাজারের ঘাট। এই ঘাট হইতে এক পোয়া পথ পশ্চিমমুখে যাইয়া তাহার পর এক পুষ্করিণী বিল মত লম্বা আছে, তাহাতে তালকাঠের ব্রিযাল। তাহার পরে বাবানতলা হইয়া যাইতে হয়। শ্রী৺হংসেশ্বরী ঠাকুরাণীর বাটী, নৃসিংহদেবের স্থাপিত। অতি উত্তম মূর্ত্তি। মহাকালের নাভি হইতে এক পদ্মের মৃণাল আছে, তাহাতে পদ্ম নিকটে হংস, তৎপৃষ্ঠে পদ্মাসন। ঐ পদ্মাসনে চতুর্ভুজা দেবী বিরাজিতা, ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার ন্যায় যোগাসনে বসিয়া আছেন, অতি সুগঠিত মূর্ত্তি। মন্দির মধ্যে নৃসিংহদেবের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রপটে আছে। মন্দির ঘণ্টাকৃতি উত্তম নির্ম্মিত। উপরে এক এক দলে এক এক শৃঙ্গ, দলে দলে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত। গঙ্গাপারের মন্দিরে বিষ্ণু স্থাপিত, এক মন্দিরে দশভূজা। সকল দেবদেবীর আরতি দর্শন করিয়া নৌকাতে আসা হইল। বাঁশবেড়িয়া সুন্দর গ্রাম, অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ভদ্র ভদ্র লোকের বাস আছে। এই ঘাটে রাত্রে থাকা হইল।

২৯ কার্ত্তিক, শুক্রবার, দ্বাদশী

প্রাতে বাঁশবেড়িয়ার ঘাটে স্নান-তর্পণাদি করিয়া ২ ক্রোশ আসিয়া … … … … … …

হুগলী-চুঁচড়া

... ... প্রাণকৃষ্ণ হালদারের নাচঘর, যাহাতে এক্ষণে হুগলী-কলেজ, আর কত-শত ইষ্টকালয় আছে। এখানে গোরা-বারিক আছে। হুগলীর মধ্যে মহম্মদ মশীনের ইমামবাড়ী অতি উত্তম। চুঁচুড়ায় নাচঘর। তাহার পর দুই ক্রোশ আসিয়া ফরাসডাঙ্গা সহর। এই সহর ফরাসীদিগের রাজ্য, ফরাসী গবর্ণর প্রভৃতি সকল আছে। ইহাদের রাজ্যের মোকদ্দমা অন্ত রাজা করিতে পারে না। ফরাসডাঙ্গা উত্তম সহর, অনেক বসতি এবং বাজার উত্তম, উত্তম বাটী সকল, রাস্তা ভাল আছে। ইহার ১ ক্রোশ পরে ভদ্রেশ্বরের গঞ্জ, দাল কলাই ঘৃত সরিষা হরিদ্রা শণ পাট গুড় পিঁয়াজ চিনি মিছরির গোলাগঞ্জ, (৩) অনেক ধনিগণের আড়ত গদি আছে। তাহার আড়পারে কাউগাছি। এই চড়াতে আহারাদি করিয়া ১ ক্রোশ আসিয়া গরুটির বাগ, পূর্ব্বপার নবাব-গঞ্জ তাহার পর পাণ্ডার ঘাট, পরে এক ১ ক্রোশ বৈগুবাটী, তরকারির হাট। এই স্থান নিমাই-তীর্থের ঘাট, দিগর কহে। কলা আলু অধিক বিক্রয় হয়। পূর্ব্বপার চিটাগড় বাগান, পশ্চিম পারে সেওড়াপুলি, নিস্তারিণীর বাটী। পূর্ব্বপারে মণিরামপুর। আড়পার কানাই দেওয়ানের দহ, অতি গম্ভীর জল, অথাই। তারপর দেবগঞ্জ, সাতুবাবুর বাজার। পরে ১ ক্রোশ শ্রীরামপুর, মার্শম্যান সাহেবের ছাপাখানা, কাগজের কল, সহর মধ্যে উত্তম উত্তম বাটী সকল আছে। পূর্ব্বে দিনেমারের ছিল, এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্য। মাজিষ্টর আছে। শ্রীরামপুরে প্রথমে ... ... গোঁসাইয়ের বাটী পরে ফিরিকিটোলা, আড়পার ... ... চাণক। পরে সাবেক রাধাবল্লভের মন্দির, নিজ গঙ্গাতীরে বল্লভজিউ।

এক্ষণে ঐ মন্দিরে ছিপিখানা হইয়াছে। রাধাবল্লভ গ্রামের ভিতরে অধিকারীদিগের বাটীতে শ্রীমন্দির হইয়াছে। পরে মাহেশ, যে স্থানে জগন্নাথজিউ। আড়পার বিশালক্ষীর দহ, এখানকার জল অতিশয় কড়া, সর্ব্বদা ঘোরপাক দিতেছে। তাহার পর অর্দ্ধক্রোশ ষিসড়া, আড়পার খড়দহ, রামহরি বিশ্বাসের দ্বাদশ শিবস্থাপন, বান্ধা ঘাট। পরে শ্যামসুন্দরের ঘাট। তাহার পর সুখচর, পরে পাণিহাটী, আড়পার কোন্নগর। পরে কোতরঙ্গ, পূর্ব্বপার আগড়-পাড়া, পরে দক্ষিণে এঁড়িয়াদহ, আড়পার উত্তরপাড়া। এঁড়িয়া-দহের পাকা ঘাটে নৌকা রাখিয়া রাত্রে অবস্থিতি হইল।

৩০ কার্ত্তিক, শনিবার, ত্রয়োদশী

প্রাতে এঁড়িয়াদহের ঘাট হইতে নৌকা খুলিয়া পূর্ব্বপার নগরাই, যে স্থানে মেগাজিন এবং রাসমণির নবরত্ন-শিবালয়। পরে বরাহনগর কাশীপুর, পশ্চিম পার ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া, বালি। এই বালির পাদ্রি সাহেবের ঘাটে নৌকা ধরিয়া প্রাতঃকৃত্য গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি সমাপন করা হইল। ঘাটে থাকিয়া কালীবাবুর ... ... তৃতীয় প্রহর পর রওয়ানা হইয়া পশ্চিমপার বারাকপুর, শালকাঠের আমদানী-রপ্তানী, পরে ঘুসড়ি, পরে শালিখা, গোলাবাড়ীর ঘাট, নিমকের গোলা সকল বাজার ইত্যাদি। পরে হাবড়া, যে স্থান হইতে রেলরোড, পরে রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর পূর্ব্বপার কাশীপুর, পরে চীৎপুর তাহার পর সুরের বাজার। পরে বাগবাজারের বান্ধাঘাট। তারপর অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকা রাখিয়া সন্ধ্যার সময়ে ঘাটে উঠিয়া সকলে একত্র হইয়া প্রথমে শ্যামবাজার-নিবাসী শ্রীযুত

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

মাধবচন্দ্র বসুর বাটীতে যাইয়া প্রাণতুল্য শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর কোন্ স্থানে বাসা, তাহার তদন্ত লইয়া, তথা হইতে গমন করিয়া রাত্র ছয় দণ্ড গতে অন্বেষণ করিয়া, বহুবাজারের দক্ষিণ মলঙ্গার রাস্তার পশ্চিম দিকে মদন বড়ালের রাস্তা, তাহার কিঞ্চিৎ দূরে এক ময়রার দোকান আছে, তাহার নিকট হইয়া দক্ষিণমুখের গলিতে যাইয়া ঐ গলির পূর্ব্বদিকে গঙ্গাধর চন্দ্রের ৩ নম্বর বাটী, অভয় হালদারের বাটীর উত্তর, ঐ বাটীর দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া ডাকিতে শ্রীযুত রাজ-কুমার সর্ব্বাধিকারী, আমার চতুর্থ পুত্র, শব্দ শুনিয়া অতি বেগে আসিয়া দ্বার খুলিয়া ... ... অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া প্রণাম করাতে শিরশ্চুম্বন আলিঙ্গনাদি করিয়া উপরের ঘরে যাইতে পঞ্চম পুত্র শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ও ভ্রাতা শ্রীযুত কেদারনাথ আসিয়া প্রণামাদি করিল। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (ও) তৃতীয় শ্রীযুত আনন্দকুমার তৎসময়ে বাসায় ছিল না, ভক্ত বাগানে গিয়াছিল। আমার পহুছান সংবাদ তাহাদিগকে কহিবার জন্য অক্ষয়কুমার বেগে গমন করিয়া দুই জনকে সংবাদ জানাইল, শ্রুত মাত্র দুই জনে শীঘ্র আসিয়া প্রণামাদি করিয়া, আসিবার বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি শিরোচুম্বন আলিঙ্গনান্তর পথের বিলম্বের কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম, তদন্তে সর্ব্বত্র সকলের শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নানা প্রকার কথোপকথনে প্রায় রাত্র এগার ঘণ্টা গত হইল, তাহার পরে পুরী কচুরি ইত্যাদি জলযোগ করিয়া ... ...।

১ অগ্রহায়ণ, রবিবার

প্রাতে বাসা হইতে বাগ্‌বাজার অন্নপূর্ণার ঘাটে নৌকাতে গমন করিয়া ঐ ঘাটে গঙ্গা-স্নান তর্পণাদি সমাপন করিয়া নৌকাতে জলযোগ করিয়া যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল, তাহা লইয়া এক খানা গাড়ী ভাড়া করিয়া কালাচাঁদ চাকরকে সমভ্যারে দিয়া বাসায় পাঠান হইল। আমি এবং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় দুই জনে নৌকার সকল দ্রব্যাদি যাহার যাহা তাহার বাটীতে পাঠাইয়া একত্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়া, পরে আমি পাল্‌কি লইয়া বেলা আড়াই প্রহর গতে বাসায় পহুছিয়া আহারাদি করিয়া বাসায় থাকা হইল। পরে জামাতা ও জগবন্ধু এবং শ্রীযুত রামকানাই ঘোষ বৈবাহিকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া তীর্থাদির কথোপকথনে রাত্র দুই প্রহর গত হইল, তাহার পর জলযোগ করিয়া শয়ন। ... ... ।

২ অগ্রহায়ণ, সোমবার

প্রাতে স্নানাদি করিয়া টুক-সাহেবের বাগানে শ্রীযুত কালী-বাবুর বাটীতে গমন, তথায় তাবৎ দিবা থাকিয়া মধ্যাহ্নে ভোজনাদি করিয়া যে যে স্থানে দ্রব্যাদি সকল পূর্ব্ব পাঠান মত ছিল, তাহা একত্র করিয়া গাড়ীতে কালাচাঁদ চাকরের সমভ্যারে বাসাতে পাঠাইয়া সন্ধ্যার সময়ে তথা হইতে বাসায় গমন, রাত্র চারি দণ্ড সময়ে বাসায় পহুছিয়া কৃষ্ণনগরনিবাসী শ্রীযুত রামচাঁদ গোস্বামী আমার সহিত সাক্ষাৎ জন্য প্রাতঃকালাবধি বাসায় ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামের এবং ভাণ্ডীরবটের কথোপকথন শ্রবণে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল।

এই আলাপে রাত্র দুই প্রহর গত হইল, তদন্তে জলযোগ করিয়া নিশিযোগে নিদ্রা হইল।

৩ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার

প্রাতে গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া যে সকল দ্রব্য ... . দেওয়া এবং বালকদিগকে সকল দ্রব্য দেখান, ইহার মধ্যে বস্ত্র ও দ্রব্যাদি বন্টন করিয়া দেওয়া হইল। ঐ দিবস বাসায় থাকিয়া পাণিহাটীতে লোক পাঠাইয়া কন্যাকে আনিবার নির্দ্ধারিত করিবার জন্ম জামাতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসুকে আনিবার কথা স্থির করিয়া সন্ধ্যাগতে বড়বাজারে ভ্রমণ করিতে করিতে বাজারের দারগা রাধানগরনিবাসী শ্রীশ্রীরাম মিত্রের কাছারিতে গমন। তাঁহার সহিত বহু দিনান্তে সাক্ষাৎ হওয়াতে অতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামের দ্বাদশ বনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাহার কিছু কিছু বর্ণন করিতে করিতে বাসা হইতে ধর্ম্মদাস চাকর ডাকিতে গেল, তজ্জন্ম বাসায় আসা হইল। পরে রাত্রে রুটী আহার করিয়া শয়ন।

৪ অগ্রহায়ণ, বুধবার

প্রাতে গঙ্গাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া বাসায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত কেদারনাথ সর্ব্বাধিকারীকে এবং ধর্ম্মদাস ও ভিতির মাতাকে সমভ্যারে দিয়া ... ... রাধানগরের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্ম আনিতে পাঠান হইল, শীঘ্র তথায় পঁহুছনের জন্ম রেলের গাড়ীতে কোন্নগর পর্য্যন্ত যাওয়া হয়, তাহার পর সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী এবং তাহার বালিকা শুদ্ধ পঁহুছিয়া আমাকে বহু দিনান্তে দেখিয়া আনন্দে

মগ্ন হইয়া বারিপূর্ণ চক্ষুদ্বয় করিয়া গদগদভাবে ভাবিতে লাগিল যে, "আমাদের এমত দিন হবে ইহা মনে ছিল না। বাবা, তুমি আমাদিগের সকলকে ভুলে কি প্রকারে ছিলে, একেবারে কি আমাদের মায়া কাটাইয়াছিলে?" এই মত মহামায়া আবির্ভাবের সম্পূর্ণ মায়া প্রকাশিত কথা কহিয়া ছল ছল চক্ষু করা দেখিয়া আমার মায়ামোহে শরীর আর্দ্র হইয়া চক্ষে জল আসিতে লাগিল, কন্যার কন্যা দৌহিত্রীকে ক্রোড়ে লইয়া মহামায়ার মহাজালে প্রবিষ্ট হইলাম, পরে নানামত কথোপকথনে প্রায় রাত্র দুই প্রহর গত হইল, রাত্রে রুটী খাইয়া ... ... ।

৩ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার

প্রাতে স্নানাদি করিয়া বালকদিগের স্কুল গমন হইলে পর রাধানগরে আসিবার জন্য নৌকা অন্বেষণ করিতে প্রিয়নাথ মিত্রকে পাঠাইয়া আহারাদি করিয়া শ্রীযুক্ত কালীবাবুকে বাটী গমনের কথা কহিতে গমন করি। তথায় যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার যত দ্রব্য পূর্ব্বে বৃন্দাবন ও কাশীধাম হইতে পাঠাইয়াছিলেন (এবং) কর্ম্মকারদিগের নিকটে নিজ বাটীর ছুরিকা গালিচা কৌচ কেদারা ইত্যাদি যাহা ছিল, তাহাদের অনবধান জন্য সকল লোকসান হইয়াছে। তাহারই শোধ হইতে ছিল, দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ বোধ হইল। তাহার পর অন্যান্য ব্যক্তিগণ আমাকে তীর্থাদির এবং নানা দেশ-ভ্রমণের গল্পাদি করিতে করিতে সন্ধ্যাগত হইল। বাটী গমনের কথা কহিতে একদিন থাকিয়া গমন করিতে কহিলেন। আমি বাসায় আসিয়া শুনিলাম নৌকার সাত টাকা ভাড়া হইয়াছে, শুনিয়া রাত্রে সকল ... ... ।

৬ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার

প্রাতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া যে নৌকা ভাড়া হইয়াছিল, তাহা দেখিতে কাশবিনের ঘাটে যাইয়া দেখিতে পছন্দ না হওয়া জন্ত পুনরায় অন্ত নৌকার জন্ত লোক পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে ছিলাম, এমত কালে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ভায়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া নৌকার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার প্রতি ভারার্পণ করায় চারি টাকা ভাড়া ও ইনাম স্বরূপ আট আনা দেওয়া স্থির করিয়া মাঝি সমেত ধর্ম্মদাসকে পাঠানতে ঐ নৌকা স্থির করিয়া আহারান্তে কালীবাবুর নিকট যাইয়া, তাহার দেশাগমনের ব্যবহারিক দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়া স্বদেশযাত্রার বিদায় হইয়া বাসায় পহুছিয়া শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী খিদিরপুরে তাহার মাতুলদিগের বাটীতে আমার আদেশ মতে আসিয়াছেন শুনিয়া, রাত্রে আহারাদি করিয়া নিদ্রা হইল।

পদ্মাদি স্থাপিত আছে, নানা জাতীয় ফল-পুষ্পে সুশোভিত অতি মনোরম স্থান, তাহার পরে পূর্ব্বপারে সাহেবের হাট বদরতলা, পশ্চিমে রামগঞ্জ শাঁকরাল, পরে আখড়া বারুদখানা পুইছুলি, পরে পশ্চিমপারে বাউড়িয়া, যে স্থানে সূতা কাপড় ইত্যাদির কল আছে, খাড়পার বজবজ, তাহার উত্তর সাঁজির বাজার। এই স্থানে জোয়ার আসাতে নৌকা ধরিয়া বাজারে আহারাদির জন্য যাইয়া দেখিলাম, দোকানে চাউল দাল ইত্যাদি পাওয়া যায়, নিকটে এক পুষ্করিণী আছে, রন্ধনের স্থান নাই। প্রায় দিবা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে; রন্ধনের এক উপায় দেখিলাম—হাটের চালা আছে তাহাতে দোকানের উনান। ... ...

... আহারাদি করা হইল, পরে চারি দণ্ড দিন থাকিতে নৌকা খুলিয়া বজবজ বাউড়িয়া ছাড়াইয়া ৬ ক্রোশ আসিয়া উলুবেড়িয়া আসিতে চারি দণ্ড রাত্রি হইল। তাহার পর চাঁপার-খাল, ফাঁড়ার-দহ দামোদরের মুখ, শ্যামপুর, মিঠেকুণ্ড—মাকড়া পাথর, পশ্চিমপারে গেঁওখালির বাজার—উলুবেড়িয়া হইতে ১২ ক্রোশ, তথায় আসিয়া জোয়ার হইল। এই জোয়ারে রূপনারায়ণের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তমলুকের চড়া। গাঙের বাঁকে সময়ে সময়ে বান স্থানে স্থানে হয়। এ বৎসর দুই পারে বান, মধ্যে চড়া, দক্ষিণপারে তমলুক রাজা, বর্গভীমার মন্দির, সুনার মহাজন অনেক আছে। বাজার, হাট, বসতি ইত্যাদি ভাল আছে। তাহার পর কাঁটাপুকুর ইত্যাদি পশ্চাৎ করিয়া প্রাতে কোলাঘাটে পঁহুছান হইল। পরে প্রাতঃকৃত্য-স্নানাদি করিয়া নৌকা খুলিয়া ভাটে এবং বৃষ্টিতে ৬ ক্রোশ আসিয়া মুন্সীর হাট। ঐ হাটে খলপাড়ার এখন ... ...।

৮ অগ্রহায়ণ, রবিবার

... ... পরে বঙ্গীর খালের উপরে দুই দোকান আছে, তাহাতে প্রবাসী ব্যক্তিগণের চারিখানা রন্ধনের ঘর আছে। আহারান্তে নৌকায় আসিয়া জোয়ার সময়ে নৌকা খুলিয়া ভাটিয়া, ধনডাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া প্যানসিউলির খালের নিকট ফেনরঘাটে নৌকা রাখিয়া মাঝি ও দাড়ি সকল আপন আপন বাটীতে যাইয়া আহারাদি করিয়া রাত্রে নৌকায় আইল। এই রাত্র এই ঘাটে বাস হইল।

৯ অগ্রহায়ণ, সোমবার

প্রাতে নৌকা খুলিয়া জগৎপুরের কিঞ্চিৎ পাড়ার ঘাট ছাড়াইয়া গড়ের ঘাটে যে স্থানে খালের ঘাঁটী আছে, ঐ ঘাটের কিঞ্চিৎ অন্তরে নৌকা রাখিয়া প্রাতঃক্রিয়া-স্নানাদি করিয়া জলযোগ করা হইল। পূর্ব্ব দিবস ভাটিয়া হইতে পঞ্চদাস চাকরকে রাধানগরের বাটীতে বেহারা পাল্কি মুটের জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা বেলা একপ্রহর ঘণ্টার সময় ষোলজন বেহারা, দুই পাল্কি, মুটে না পাইয়া দুই জন মুটে লইয়া আসিল।

আমি বাটী আসিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া নৌকাতে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ছিল, তাহা একত্র করিতে যাইয়া নৌকা মধ্যে আরামের চৌকী ছিল, তাহার উপরে কৌটা পড়িয়া পুড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া মন অতিশয় চঞ্চল যে, দৈবাৎ এমত অমঙ্গল ঘটিল কি কারণ? বুঝি বাটীতে কোন অমঙ্গল হইয়াছে। এই ভাবিয়া অম্বিকানাথকে নৌকার জিনিস সকল আনিতে কহিয়া আমি ও শ্রীমতী রাজকামিনী দুই জনে দুই পাল্কিতে

আরোহণ করিয়া রাজভমাঠ পার হইয়া নন্দনপুর বেড়বাড়ী হইয়া রামহাটির হাটে পাল্‌কি নাবাইয়া বেহারাদিগকে জলপান জন্য চারি আনা দিয়া, আপনাদিগের জলখাবার জন্য নারিকেলের রসকরা সন্দেশ লইয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া জল খাওয়া হইল। পান তামাক খাইয়া পাল্‌কি তুলিয়া সেনহাটি, কুনারহাটি, চক্রপুর, জনস্তনগর, লাইলান, খানাকুল, রামনগর, বিরুল, নারায়ণপুর, গোপালনগর পার হইয়া আড়পারে কোঠরা, দক্ষিণ দিকে গোয়ালাপাড়া এবং জগবন্ধু চক্রবর্ত্তীর অর্দ্ধেক কাটা পুষ্করিণী রাখিয়া কোঠরাগ্রাম হইয়া রাধানগরের নন্দীপাড়ার পরে কৃষ্ণমোহন ভূমিশ্রেষ্ঠের এবং কয়ক কামারের বাটীর সম্মুখ হইয়া জোল পুষ্করিণীর পূর্ব্ব পাহাড় হইয়া শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাটী, যাহাকে গৌরমোহন ভূমিশ্রেষ্ঠ বাটী করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব এবং সরবেল পুষ্করিণীর পশ্চিম রাস্তা হইয়া ঐ পুষ্করিণীর উত্তর পাহাড় দিয়া চোলদার ডাঙ্গার পূর্ব্ব সরবেল ডাঙ্গার পশ্চিম দিয়া পকানন্দের পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাহাড়ের নীচে হইয়া মুখোপাধ্যায়ের বাটীর দক্ষিণ নিজ পুষ্করিণীর উত্তরের পাহাড়ের উত্তর হইয়া নিজ বাটীর সম্মুখ দ্বারে আমার পাল্‌কি, ভিতরে কামিনীর পাল্‌কি রাখিল। পাল্‌কি হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, ... মনের অতিশয় উদাস হইয়া শ্রী৺ঠাকুরদিগকে প্রণাম করিয়া স্থির হইয়া দরজা উপরে চৌকী ছিল, তাহাতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে, কি বিপদ ঘটিয়াছে যে, কাহাদের কাহাকেও দেখিতেছি না। এই ভাবিতে ভাবিতে এককালে বাটীর ভিতর হইতে মধ্যমা মাতাঠাকুরাণী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ক্রন্দন শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জন্য ক্রন্দন হইতেছে? তাহার উত্তর ন

গাহিতে গাহিতে ব্রজনাথ ভায়া বাটীর ভিতর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছে এবং "বৈকুণ্ঠনাথ কোথায়" করিয়া সকলে কাঁদিয়া উঠিতে তখন বোধ হইল যে, মধ্যম ভ্রাতা বৈকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠলাভ হইয়াছে। এই শব্দমাত্র দারুণ শেলের ন্যায় বক্ষঃস্থলে আঘাত হইয়া বোধ হইল বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর শত সহস্র শেলাঘাত হইতেছে—এই আশঙ্কাতে ভাবং শরীরে কম্প হইয়া চৌকী হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

(সমাপ্ত)

টিপ্পনীর পরিশিষ্ট*

১ পৃষ্ঠা, রাধানগর—হুগলী জিলার থানাকুল থানার অধীন কৃষ্ণনগর-সমাজান্তর্গত, এই গ্রামে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজার জন্মস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম ৫০০ হাত দূরে গ্রন্থকর্ত্তার আবাস-স্থান।

৩ পৃষ্ঠা, শ্রী৺রাধাকান্ত দেব ঠাকুরের শ্রীমন্দির। ইহা গ্রন্থকর্ত্তার সদর-বাটীতে অবস্থিত। ইহা তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র রাজা সীতানাথ প্রস্তুত করান। ইহার উপরে এইরূপ খোদিত আছে—"শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত ঠাকুর জিউর শ্রীমন্দির ১৭৬২ শকে সমাপ্ত হইল, সন ১২৪৭ সাল ৩০শে কার্ত্তিক"।

৫ পৃষ্ঠা, শ্রীরামকানাই ঘোষ—ইনি আলিপুর-জজ-আদালতের নাজীর ছিলেন। ইহাঁর বাসস্থান বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের একক্রোশ পশ্চিম রামসাগর নামক গ্রাম।

৯ পৃষ্ঠা, রত্নার ধার—অর্থাৎ রত্না নদীর ধার। রত্না "রত্নাকর" শব্দের অপভ্রংশ। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে রত্নাকর নামে

---

* প্রথমে সঙ্কল্প ছিল যে, তীর্থ-ভ্রমণের বিবরণের প্রত্যেক পৃষ্ঠার পাদ-টিপ্পনীতে জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিব, তদনুসারে ১২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাদটীকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, একই বিষয়ের অনেক স্থানে পুনরুক্তি হইয়াছে এবং পাদ-টীকায় পাছে ঐরূপ পুনরুক্তি ঘটে, সেই জন্য অতঃপর আর পাদ-টীকা না দিয়া গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট স্বরূপ এই টিপ্পনী প্রকাশিত হইল। উক্ত ১২ পৃষ্ঠার মধ্যে যে যে বিষয়ের টিপ্পনী পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাও এই পরিশিষ্টে পর্য্যায়ক্রমে ধরা হইল।

একটী বড় নদী ছিল। ঐ নদীর তীরে ৺ঘণ্টেশ্বর অনাদিলিঙ্গ অবস্থিত। মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে শ্রীহর-পার্ব্বতী-সংবাদে শিবশত-নাম স্তোত্রে উক্ত আছে :—

"ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথঃ বক্রেশ্বরস্তথৈব চ।
বীরভূমৌ সিদ্ধনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ ॥২৪
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর-নদীতটে।
ভাগীরথী-নদী-তীরে কাপালেশ্বর ঈরিতঃ ॥২৫"

কিম্বদন্তী আছে যে, ৺অভিরাম গোস্বামীর অভিশাপে রত্নাকর নদীর তেজ কমিয়া গিয়া কানানদী নামে খ্যাত হয়। শ্রীঅভিরাম-লীলামৃত গ্রন্থের ৫ম পরিচ্ছেদে এইরূপ বর্ণনা আছে—

"একেক লাগিয়া শীঘ্র করেন গমন।
স্নান লাগি নদীতে গেলেন তখন॥
রত্নাকর নদী সেই সদা প্রবাহিত।
গোঁসাইএর কৌপীন সেই হরে আচম্বিত॥
ক্রোধেতে গোঁসাই তারে দিল অভিশাপ।
করপুটে রত্নাকর করে যে বিলাপ॥
না জানি করিনু দোষ ক্ষমহ আমারে।
সাধ্য আছে কার তব বাক্য খণ্ডিবারে॥
স্তব-স্তুতি করি বহু করিলা বিনয়।
তবে অভিরাম পুন বলেন তাহায়॥
অন্ধ হ'য়া থাক তিন শত বৎসর।
পরে একচক্ষু তুমি পাবে রত্নাকর॥"

১০ পৃষ্ঠা, সোনামুখীর গদাধর শিরোমণি—ইনি বর্ত্তমান কথকতার প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত।

৩৬ পৃষ্ঠা, বাবু রমাপ্রসাদ রায়—ইনি রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং সদর-দেওয়ানী আদালতের খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। সদর-দেওয়ানী আদালত উঠিয়া গিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ইনি ইহার সর্ব্বপ্রথম দেশীয় জজ মনোনীত হন।

৫৫ পৃষ্ঠা, সেকেন্দরা বা সিকন্দরা—যুক্ত-প্রদেশের আগ্রা জেলায় আগ্রা-তহসীলের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। জৌনপুররাজ সিকন্দর লোদী এই নগর স্থাপন করিয়া ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। সম্রাট্ আক্‌বর প্রাণবিয়োগের পর তাঁহার দেহরক্ষা করিবার উদ্দেশে এখানে একটী অপূর্ব্ব সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করান। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র জাহাঙ্গীরের যত্নে অবশিষ্ট নির্ম্মাণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সম্রাট্ অক্‌বর আর যে সকল অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা হইতে এই সিকন্দরার সমাধি-মন্দির সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। ইহার স্থাপত্য-শিল্প প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধ-স্থাপত্যের অনুকরণে সুগঠিত। ইহার উচ্চতা ও গুম্বুজ আরও একটু বড় হইলে তাজমহলের সমকক্ষ হইত। এই সমাধি-মন্দিরের জন্যই এই স্থানের প্রসিদ্ধি। তীর্থ-ভ্রমণকার এই অকবরের সমাধি-মন্দিরকেই ভ্রমক্রমে ৩৯১ পৃষ্ঠায়, "সেকন্দর বাদশাহের মস্‌জিদ্" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১২৪ পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার রূপ গোস্বামীর তিরোভাব-শক লিখিয়া অঙ্ক বসাইয়া যান নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে "১৪৮৬ শকে" রূপ গোস্বামীর তিরোভাব হইয়াছিল।

১২৭ পৃষ্ঠা শ্যামানন্দ—তাঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল, জাতিতে সদ্গোপ। মাতার নাম দুরিকা। তাঁহার পূর্ব্ববাসস্থান

গৌড়ের অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর। পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া উৎকলে ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

বাল্যকালে তিনি দুঃখী কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত ছিলেন। প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বহুস্থলে, ইনি আপনাকে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' নামে পরিচিত করিয়াছেন। 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, 'শ্যামানন্দ' নামটী ইঁহার গুরু হৃদয়ানন্দ-প্রদত্ত। কিন্তু ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে দিবানিশি মনে মনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা করিতেন। এইরূপে তিনি শ্যামসুন্দরের আনন্দ জন্মাইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহাকে শ্রীজীব 'শ্যামানন্দ' নামে অভিহিত করেন।

ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, শ্যামানন্দের বাল্যকালেই হৃদয়ে ভক্তি ও বৈরাগ্যোদয় হইয়াছিল। বাল্যকালেই তাঁহার এরূপ বৈরাগ্যভাব দেখিয়া মণ্ডলমহাশয় একটী রূপবতী বালিকার সহিত শ্যামানন্দের পরিণয়-কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। কিন্তু শ্যাম-বিরহে শ্যামানন্দ জগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, বিষয়-সম্পদ বিষবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই অবস্থায় তিনি দিবানিশি "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেন।

কিছুদিন পরে শ্যামানন্দ গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমে অম্বুয়া নগরে (অম্বিকা-কালনা) উপস্থিত হন। এখানে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য হৃদয়ানন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমি আপনার দাস, আমাকে কৃপা করিয়া কৃতার্থ করুন।" গৌরীদাস-শিষ্য হৃদয়ানন্দ শ্যামানন্দকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় কৃষ্ণদাস হৃদয়ানন্দের নিকট দীক্ষিত হইলেন। এই সময় হইতে তিনি গুরুদত্ত 'শ্যামানন্দ' নামে অভিহিত হইলেন।

অতঃপর তিনি তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হইয়া বক্রেশ্বর, বৈদ্যনাথ, সেতুবন্ধ, অযোধ্যা, পুরুষোত্তম, নবদ্বীপ প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান সন্দর্শন করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি কিছুদিন গৃহাশ্রমে থাকিয়া পুনর্বার শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা করেন। শ্রীবৃন্দাবন-সন্দর্শনে শ্যামানন্দের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উথলিয়া উঠিল, বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড সন্দর্শন করিয়া নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্যামানন্দকে আপনার নিকট একদিন রাখিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাঁহাকে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করিলেন; এইস্থলেই শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত শ্যামানন্দের প্রথম পরিচয় হয়।

শ্যামানন্দ বাল্যকালেই সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামীর পদপ্রান্তে আশ্রয় লইয়া অচিরে বহু ভক্তিশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। শ্রীজীবের কৃপায় শ্যামানন্দ মানস-সেবায় অধিকার লাভ করেন। এই সময়ে তিনি শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রভুপাদ গোস্বামী মহোদয়গণের শাস্ত্রালাপে কালযাপন করিতেন। এইরূপে দীর্ঘকাল ব্রজে বাস করিয়া তিনি পুনরায় উৎকলে প্রত্যাগমন করেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে, শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তিনজনে ভক্তিগ্রন্থ লইয়া বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করেন, তথা হইতে তাঁহারা লোকজন সমভিব্যাহারে দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিয়া বনবিষ্ণুপুর পর্যন্ত আগমন করিলেন। তথাকার দস্যু-দলপতি রাজা হাম্বীর গ্রন্থপূর্ণ সম্পুটগুলিকে ধনরত্নপূর্ণ মনে করিয়া রাত্রিযোগে তাহা অপহরণ করেন। কিন্তু সম্পুট খুলিয়া দেখিলেন, ইহা গ্রন্থে পরিপূর্ণ শ্রীগ্রন্থরাজি দর্শনেই তাঁহার মন পবিত্র হইল, তখন ভক্তিরসে

আপ্লুত হইল, তিনি ভক্তিগ্রন্থাধিকারীকে অন্বেষণ করিয়া আনিতে অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন। এদিকে শ্যামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ জাগিয়া দেখিলেন, গ্রন্থসম্পুট অপহৃত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে গ্রন্থচুরির সংবাদ দেয়। শ্রীনিবাস নরোত্তমকে শ্যামানন্দসহ খেতরি হইয়া অম্বিকার পথে উৎকলে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা যথাকালে খেতরিতে পৌছিলেন। তথা হইতে শ্যামানন্দকে উৎকলে প্রেরণ করিবার জন্য নরোত্তম ও তদীয় শিষ্য রাজা সন্তোষ পদ্মাতট পর্যন্ত শ্যামানন্দের সঙ্গে আসিলেন। শ্যামানন্দ পদ্মাপার হইয়া কাঁটোয়ায় পৌছিলেন। অতঃপর নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি নানা স্থান দর্শন করিয়া সহস্র সহস্র লোককে গৌর-নিত্যানন্দভক্ত বৈষ্ণব করিয়া উৎকলে ভক্তির প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিলেন। শ্যামানন্দের যে সমস্ত শিষ্য হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রসিকানন্দ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ভক্তবর রসিকানন্দের আদেশে তাঁহার পত্নী ইচ্ছাদেবী শ্যামানন্দের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া 'শ্যামাদাসী' নামে খ্যাত হন। তৎপরে শ্যামানন্দ শিষ্যসহ পুরুষোত্তমে গমন করেন।

অতঃপর শ্যামানন্দ দ্বারা শ্রীগোপীবল্লভবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। যে গ্রামে শ্রীগোপীবল্লভ বিগ্রহ সংস্থাপিত, শ্যামানন্দ সেই গ্রাম খানিকে 'গোপীবল্লভপুর' নামে অভিহিত করেন।

সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্যামানন্দের প্রভাবে উৎকলের ধনী, নির্ধন, ক্ষুদ্র, মহৎ, রাজা, প্রজা, বালক, বৃদ্ধ সহস্র সহস্র লোকের হৃদয়ের স্তরে স্তরে হরিনামের মহাবন্যা প্রবেশ করিয়াছিল।

শ্যামানন্দের তিন পত্নী—শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গদাসী।

শ্যামানন্দের শিষ্যগণ মধ্যে দ্বাদশ শিষ্যের নাম ও পাট সবিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্যামানন্দ জীবনের শেষভাগ উৎকলে 'ধুরিয়া' নামক গ্রামে বাস করেন।

১৫২ পৃষ্ঠা, কৃষ্ণগড়—রাজপুতানার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। কৃষ্ণগড় ইহার প্রধান নগর। যোধপুরের মহারাজ উদয়সিংহের ২য় পুত্রের নাম কৃষ্ণসিংহ। তিনি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। তাঁহার নামানুসারে এই রাজ্যের নাম কৃষ্ণগড় হইয়াছে। তিনি ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহের নিকট হইতে আপনার নামে সনন্দ লইয়া আসেন, সেই পর্য্যন্ত কৃষ্ণগড় তাঁহার বংশের অধিকারেই রহিয়াছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট পেস্কারী দস্যুদলনে কৃতসঙ্কল্প হইলে তখনকার রাজা কল্যাণসিংহের সহিত বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের সন্ধি হয়, তাহাতে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যরক্ষার ভারগ্রহণ করিলেন। স্থির হইল, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণগড়াধিপ কাহারও সহিত রাজ্যসম্বন্ধীয় পত্রাদি লিখিতে পারিবেন না। তদবধি কৃষ্ণগড়রাজ্য বৃটীশপলিটিকাল্ এজেণ্টের শাসনাধীন। কৃষ্ণগড়ের অধিপতি বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে সম্মানার্থ ১৫টী তোপ পাইয়া থাকেন।

১৭৪ পৃষ্ঠা, বংশীবটের নিকট শ্যামবাজারনিবাসী ৺কৃষ্ণবসুর পুত্র ৺গুরুপ্রসাদ বসুর "কুঞ্জ।" গ্রন্থকার এখানে যে কৃষ্ণবসু ও তৎপুত্র গুরুপ্রসাদ বসুর উল্লেখ করিয়াছেন, উভয়েই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। ৺কৃষ্ণবসু 'দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু' নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৬৫৫ শকে ১১ই পৌষ (১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে) হুগলীজেলাস্থ তড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ বীরেশ্বর বসু একজন অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। বীরেশ্বরের

চারিপুত্র সহস্ররাম, দয়ারাম, তিলকরাম ও গয়ারাম। দয়ারামের দুই পুত্র বেচারাম ও কৃষ্ণরাম।. দয়ারাম গৃহবিবাদে বিরক্ত হইয়া তড়া পরিত্যাগ করেন এবং প্রথমতঃ বালিতে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। এ সময় কৃষ্ণরামের বয়স ১২।১৩ বর্ষ মাত্র; এই অল্প বয়সেই তিনি রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনাইয়া ভগহৃদয় বৃদ্ধ দয়ারামের হৃদয়ে শান্তি-বারি বর্ষণ করিতেন। তাঁহার মুখে জ্ঞানগর্ভ উপদেশপ্রদ গল্প শুনিয়া গ্রামের ভদ্রলোকেরা বড়ই প্রীত হইতেন। এই সময় একজন সাধু আসিয়া কৃষ্ণরামকে দেখিয়া বলেন—'এই বালক একজন বড় লোক হইবেন।' সাধু দয়ারামের অনুমতি লইয়া সেই বালককে দীক্ষা দিয়া যান। ১৪।১৫ বর্ষ বয়সের সময় কৃষ্ণরাম পিতার সহিত কলিকাতার আসিলেন। পিতার নিকট কিছু অর্থ লইয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাইতে লাগিলেন। কোন সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় যে লবণ আমদানী করেন, কৃষ্ণরাম সেই সমস্ত একচেটিয়া খরিদ করেন, পরে তাহা বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণরামের ৫০০০০৲ টাকা লাভ হয়। এই টাকা হাতে পাইয়া ব্যবসার দ্বারা অল্পদিন মধ্যেই তিনি প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন। কিছুদিন পরে ব্যবসা ছাড়িয়া মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে বৃটীশ-গবর্ণমেণ্টের অধীনে হুগলীর দেওয়ান হইলেন। তদবধি তিনি "দেওয়ান কৃষ্ণরাম" নামেই পরিচিত হইলেন।

সুখ্যাতির সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কৃষ্ণরাম নিজেই পদত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং এখানে শ্যামবাজারে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। অদ্যাপি এই শ্যামবাজারে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

৺কৃষ্ণরাম হুগলী, যশোর ও বীরভূম জেলায় বহু জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল স্থানে বহু দেবকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথেষ্ট দেবসেবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। যশোরে মদনগোপাল, বীরভূমে রাধাবল্লভজীউ, কাশীতে কএকটী শিবমন্দির, ভাগলপুর জেলায় জাহাঙ্গীরা গ্রামের নিকটস্থ পাহাড়ের উপর এক বিরাট শিবলিঙ্গ ও তাহার সুন্দর মন্দির, ডড়া হইতে মথুরাবাটী পর্য্যন্ত পাকা-রাস্তা (অদ্যাপি 'কৃষ্ণ-জাঙ্গাল' নামে খ্যাত), গয়ার রামশিলা পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ী, কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত জগন্নাথ যাইবার পথের দুই ধারে আম্রবৃক্ষরোপণ, জগন্নাথে প্রবেশের পথে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা, এবং মাহেশ ও পুরীতে জগন্নাথদেবের রাসযাত্রার খরচের জন্য বহু অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া যান। আজিও তাঁহারই প্রদত্ত দেবসেবা হইতে মাহেশের রথযাত্রা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছে। ৭৮ বর্ষ বয়সে কৃষ্ণরাম বসুর মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ মদনগোপাল ও কনিষ্ঠ গুরুপ্রসাদ। পিতার মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরেই মদনগোপাল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মদনগোপালের বহু বংশধর এখন নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, কএক ঘর মাত্র শ্যামবাজারে বাস করিতেছেন। গুরুপ্রসাদ বসু তিন বিবাহ করেন, ১মা পত্নীর পুত্রাদি হয় নাই, ২য়া পত্নীর গর্ভে গোরাচাঁদ ও কালাচাঁদ নামে দুই পুত্র জন্মে। উহাদের বংশধর শ্যামবাজারে স্বতন্ত্র বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেছেন। ৩য়া পত্নী ও তৎপুত্রসহ গুরুপ্রসাদ উড়িষ্যায় আসিয়া কিছুদিন বাস করেন, এখানে বালেশ্বর জেলায় তিনি বিস্তর জমিদারী করিয়া গিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির সময় তাঁহার ধর্ম্মভাবও বৃদ্ধি হয়, তিনি কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থ-ভ্রমণে

বাহির হন। এবং সর্ব্বত্রই যথেষ্ট দান ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়া পিতার উপযুক্ত পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্যে তিনি কিছু বেশী মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই তাঁহার বাস করিবার সঙ্কল্প ছিল, আর সেই জন্যই তিনি বংশীবটের নিকট একটী সুন্দর কুঞ্জ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা সকল সময় পূর্ণ হয় না। তাঁহাকে কার্য্যগতিকে উড়িষ্যায় ফিরিয়া আসিতে হইল। তিনি যাজপুর বিরজাক্ষেত্রে বিন্দুমাধব ও রাধামোহন এই দুই পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। বিন্দুমাধবের পুত্রই উৎকলের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ৺রায় নিমাইচরণ বসু বাহাদুর ও কটকের সরকারী উকীল ৺রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর।

১৩৪ পৃষ্ঠা,—আজমীর-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মুসলমান ফকীরের হিন্দুপ্রীতি ও শিবভক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সঙ্গে আর একটী বিশেষ কথা উল্লেখ করিতেছি। এই আজমীরের তারাগড় পাহাড়ের এক কোণে একটী মস্‌জিদ্ বিদ্যমান। প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের মাল-মসলায় এই মস্‌জিদ্‌টী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদ্-গাত্রে পাথরের উপর দুই খানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক খোদিত আছে, তাহার একখানি মহাকবি সোমদেব-রচিত "ললিত-বিগ্রহরাজ নাটক' এবং অপরখানি শাকম্ভরীর মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল-রচিত 'হরকেলি নাটক।' উভয় নাটকেই অনেক ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। শেষোক্ত নাটক খানি ১২১০ সংবতে (১১৫৩ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। হিন্দুরাজগণ নাটকের কিরূপ আদর করিতেন, তাহা উক্ত খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ নিদর্শন জগতে নিতান্ত বিরল।

১৭৪ পৃষ্ঠা, কালা বাবুর কুঞ্জ—কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাসী স্বনামধন্য ৺কৃষ্ণরাম বসুর ২য় পুত্র গুরুপ্রসাদ। এই গুরুপ্রসাদের ২য় পুত্র কালাচাঁদ বসুর নামানুসারে 'কালা বাবুর কুঞ্জ' হইয়াছে। গ্রন্থকার যে সময় বৃন্দাবনে গিয়া এই কালা বাবুর কুঞ্জে বাসা করেন, তৎকালে এখানে কালাচাঁদ বসুর মাতা, ভগিনী ও কন্যা বাস করিতেছিলেন।

১৭৫ পৃষ্ঠা, লালাবাবুর কুঞ্জ—কলিকাতার উপকণ্ঠ পাইকপাড়ার রাজবংশে লালা বাবুর জন্ম, ইঁহার আসল নাম দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। স্বনামপ্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজপতি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র এবং প্রাণকৃষ্ণ সিংহের পুত্র। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি মাননীয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলে বড় লাট ওয়ারেণ্ট হেষ্টিংসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। সুবা বাঙ্গালার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার তাঁহারই উপর ছিল। তিনি এত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে কাতর হন নাই। তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণও জমিদারী বিষয়বুদ্ধিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি পিতৃবৈভবে ও নিজের বিষয়বুদ্ধিতে বাঙ্গালার একজন প্রধান জমিদার বলিয়া গণ্য হইলেও একমাত্র পুত্র লালা বাবুকে কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমান ও কটকের কালেক্টরের দেওয়ান রাখিয়াছিলেন, এসময় লালা বাবু দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ নামে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহার দেওয়ানী কার্য্য ভাল লাগে নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অতুল বৈভবের অধিকারী হইলেও তাঁহার বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যৌবনকালেই তিনি ধনজন-সহায়-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য

অবলম্বন করেন। এই সময় তিনি আপন পৈতৃক জন্মভূমি কান্দির রাজবাটীতে বিপুল দেবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশে কোন জমিদারীর এরূপ বিরাট দেবসেবার ব্যবস্থা নাই। অল্পদিন মধ্যেই তিনি আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটাইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। প্রবাদ আছে, এখানে তাঁহার ভগবানের সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল। জয়পুরের সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরে তিনি আপনার আরাধ্য-দেবের অপূর্ব্ব-মন্দির নির্ম্মাণ এবং রাধাকুণ্ডের চারিধার পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনের লালাবাবুর কুঞ্জেই লালাবাবু দেহরক্ষা করেন। এখানেও তিনি দেবসেবার জন্ত বিপুল ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আয়ে আজও ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজভোগ চলিতেছে এবং তাঁহার উপযুক্ত বংশধরেরা আজও কান্দি ও বৃন্দাবনে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দেবসেবা চালাইয়া আসিতেছেন।

১১৬ পৃষ্ঠা, বৃন্দাবনে ঝুলন,—এমন আর কোথাও নাই। শ্রাবণের শুক্লপক্ষে দোলনযন্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দোলনরূপ উৎসব, প্রাচীন নাম হিন্দোল। শ্রাবণমাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মতান্তরে ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিন দিনও উৎসব হইয়া থাকে। ঝুলন বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান উৎসব। হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই, কিন্তু পুরীর "নীলাদ্রি-মহোদয়ে" এই উৎসবের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে এই উৎসবের উল্লেখ না থাকায় কেহ কেহ মনে করেন যে, এই উৎসব সেরূপ প্রাচীন নহে। বাস্তবিক এ সংস্কার ভ্রমাত্মক। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এই হিন্দোলের উল্লেখ থাকায় এই উৎসব যে দুই হাজার বর্ষের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৮০ পৃষ্ঠায়—"বার আখড়া" শব্দ থাকিলেও গ্রন্থকার ১০টী মাত্র আখড়ার উল্লেখ করিয়াছেন, দুইটীর নাম ফাঁক রাখিয়া গিয়াছেন। এখানে ১২ আখড়ার নাম দেওয়া হইল,—

১ দিগম্বরী, ২ পরমার্থী, ৩ বলভদ্রী, ৪ মালাধারী, ৫ নির্মোহী, ৬ নির্ব্বাণী, ৭ বিষ্ণুস্বামী, ৮ হনুমান্‌বারা, ৯ খুরিপাল, ১০ মূলুকজী, ১১ খাকী ও ১২ সন্তোষী।

২৬৭ পৃষ্ঠা, মাট—মথুরা সহর হইতে প্রায় ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখন ইহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির কিছুই নাই বটে, তিন বর্ষ পূর্ব্বেও গ্রাম-মধ্যে কতকগুলি উচ্চ ঢিবি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তিন বর্ষ হইল, সরকারী পুরাতত্ত্ব-বিভাগের যত্নে তন্মধ্যে একটা বড় ঢিপি খোঁড়া হইয়াছিল, তাহাতে পুরাকীর্ত্তির উজ্জ্বল নিদর্শন বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে শকসম্রাট্ কনিষ্কের মস্তকহীন প্রমাণ মূর্ত্তির কথা ঐতিহাসিক-জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তির চাপকানের নিম্নাংশে ব্রাহ্মী অক্ষরে "মহারাজা রাজাতি-রাজা দেবপুত্রো কানিষ্কো" খোদিত থাকায়, ইহা যে সম্রাট্ কনিষ্কের মূর্ত্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ করিবার নাই। সুতরাং শকাধিকার-কালে এই ক্ষুদ্র মাট গ্রামে প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় ছিল। এখানকার ঢিপি খননের ফলে অপরাপর কুষাণ-রাজপুত্র ও বহু কীর্ত্তির পরিচয়-চিহ্ন বাহির হইয়াছে।

২৭৪ পৃষ্ঠা,—গোবর্দ্ধন-পরিক্রমার শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'ব্রজ-পরিক্রমা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২৮৪ পৃষ্ঠা,—অভিরাম গোপাল। শ্রীচৈতন্যাবতারে ইনি শ্রীদামের অবতার ও দ্বাদশগোপালের অন্যতম বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে পূজিত। গ্রন্থকারের জন্মভূমি রাধানগরের নিকট

খানাকুল-কৃষ্ণনগরে এই অভিরাম গোস্বামীর পাট আছে। অভিরাম-লীলামৃতে ইঁহার চরিতাখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে।

২৯৫ পৃষ্ঠা,—কুরুক্ষেত্র। আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুণ্যস্থান। এই জন্য ইহার একটু বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইল। পূর্ব্বকালে কুরু নামক রাজর্ষি এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম 'কুরুক্ষেত্র' হইয়াছে।

"পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা, বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা, ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে॥"

(ভারত, শল্য, ৫৩।২)

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৭।৩০, শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণ ১১।৫।১।৪, কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ২৪।৬।৪, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণ ১৫।১৬।১২, তৈত্তিরীয়-আরণ্যক ৫।১ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থেও কুরুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের মতে এখানে দেবগণ যজ্ঞ করিতেন,—

"কুরুক্ষেত্রেঽমী দেবা যজ্ঞং তন্বতে।"

(শতপথ ব্রা°, ৪।১।৫।১৩)

ইহার অপর নাম সমন্তপঞ্চক। মহাভারতে লিখিত আছে,—

"প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে সনাতনী রাম সমন্তপঞ্চকম্।
সমীজিরে যত্র পুরা দিবৌকসো বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ॥"

(শল্যপর্ব, ৫৩।১)

গীতা,—

"উত্তরেণ দৃষদ্বত্যা দক্ষিণেন সরস্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে॥
ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষি-সেবিতম্।
তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ॥"

কুরুক্ষেত্র-তীর্থ-নির্ণয় গ্রন্থের মতে—কুরুক্ষেত্রের ঈশান কোণে তরন্তুক বা রত্নযক্ষ। বায়ুকোণে অরন্তুক, নৈঋত কোণে কপিল (ইহার নিকট রামহ্রদ) এবং অগ্নিকোণে মচক্রুক অবস্থিত।

মহাভারতোক্ত তরন্তুক এখন 'রত্নযক্ষ' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সরস্বতী নদী-তীরবর্ত্তী পিপলি নামক স্থানের সন্নিকট।

অরন্তুকের বর্ত্তমান নাম বাহের, কৈথল গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

রামহ্রদ ও কপিলাতীর্থ থিলের ২॥ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্ত্তমান রামরায় নামক স্থানে অবস্থিত।

মচক্রুক বর্ত্তমান শিখ নামক স্থান, ইহা পানিপথ ও থিলের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।

উপরোক্ত স্থান-নির্দ্দেশানুসারে কুরুক্ষেত্রের ভূ-পরিমাণ এইরূপ নির্ণীত হয়,—

পূর্ব্বে তরন্তুক হইতে মচক্রুক	...	২৭ ক্রোশ।
পশ্চিমে রামহ্রদ হইতে অরন্তুক	...	২০ "
উত্তরে অরন্তুক হইতে তরন্তুক	...	২০ "
দক্ষিণে মচক্রুক হইতে রামহ্রদ	...	১২॥ "

কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের মতে উক্ত সীমার মধ্যে ৩৬৫টী তীর্থ অবস্থিত।

কুরুক্ষেত্রের পরিমাণ দ্বাদশ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ।

"ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং দ্বাদশযোজনাবধি।" (হেমচন্দ্র ৪।১৬)

তীর্থ-ভ্রমণকার পঞ্চক্রোশী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে ৪৮টী তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার সকলগুলি অতি প্রাচীন নহে। ৪৮টীর মধ্যে ৩২টীর পরিচয় মহাভারত হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই

অতিপ্রাচীন ৩২টী তীর্থের মাহাত্ম্য মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

আপগা—(বর্ত্তমান ছোটঙ্গ নদীর একটী শাখা) তীর্থ-ভ্রমণে আপগয়া বা অপগয়া নামে পরিচিত। ঋগ্বেদে এই নদী 'আপয়া' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

"নিত্বা দধে বর আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাং।
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি॥"

(ঋক্, ৩।২৩।৪)

হে অগ্নি! সুদিন লাভের আশায় ইলারূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে রাখিতেছি। তুমি দৃষদ্বতী, আপয়া ও সরস্বতী-তীরস্থ মনুষ্যের গৃহে ধনশালী হইয়া দীপ্ত হও।

অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রে 'পৃথিবী', 'ইলাস্পদ', 'সুদিন', 'অহঃ', 'দৃষদ্বতী', 'মানুষ', 'আপয়া' ও 'সরস্বতী' এই যে কয়টী শব্দ আছে, মহাভারতে উক্ত শব্দগুলির প্রত্যেক শব্দের নামে এক একটী স্বতন্ত্র তীর্থ বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র! মানুষং লোকবিশ্রুতম্।
যত্র কৃষ্ণমৃগা রাজন্! ব্যাধেন শরপীড়িতাঃ ॥৭৩
বিগাহ্য তস্মিন্ সরসি মানুষত্বমুপাগতাঃ।
তস্মিন্ তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৭৪
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
মানুষস্য তু পূর্ব্বেণ ক্রোশমাত্রে মহীপতে ॥৭৫
আপগা নাম বিখ্যাতা নদী সিদ্ধনিষেবিতা।"
"অজকোট্যাং তথা কূপে দ্রুমেষু চ মহীপতে॥।
ইলাস্পদঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম। ॥৭৬

তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দৈবতানি পিতৄনথ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি ॥"৭৭
"অহশ্চ সুদিনঞ্চৈব যে তীর্থে লোকবিশ্রুতে।
তয়োঃ স্নাত্বা নরব্যাঘ্র। সূর্য্যলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥" ৯৯, বন, ৮৩ অঃ।

পৃথূদক—(বর্ত্তমান নাম পেহেবা)। এই তীর্থটী সর্ব্বলোক-বিখ্যাত। ইহাতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবে, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অজ্ঞান বা জ্ঞানপূর্ব্বক জন্ম-জন্মান্তরে যে কোন পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, এই তীর্থে গমন করিলে বা স্নান করিলে তাহা বিনষ্ট হয় এবং অশ্বমেধের ফল লাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিতে পারে। এই মহীমণ্ডলে কুরুক্ষেত্র অতিশয় পুণ্যময় স্থান, সরস্বতী কুরুক্ষেত্র হইতেও পুণ্যময়ী, সরস্বতীর তীর্থ সরস্বতী নদী হইতেও পুণ্যজনক। এই পৃথূদক সমস্ত তীর্থের মধ্যেও শ্রেষ্ঠতম। ইহাতে শরীর-ত্যাগ করিলে তাহার আর জন্ম বা মৃত্যু থাকে না। সনৎকুমার ও ব্যাস-দেব বলিয়াছেন যে, পৃথূদকের সমান তীর্থ নাই। ভূমণ্ডলে ইহাই পবিত্র ও পুণ্যময়। নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিগণও স্নানমাত্রে স্বর্গে গমন করিতে পারে। (বন, ৮৩।৪২-৪৭)

"পৃথূদকমিতি খ্যাতং কার্ত্তিকেয় যত্র বৈ নৃপ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ ॥৪২
অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
যৎকিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা ॥ ৪৩
তৎ সর্ব্বং নশ্যতে তত্র স্নাতমাত্রস্য ভারত।
অশ্বমেধফলং চাপি স্বর্গলোকং চ গচ্ছতি ॥ ৪৪
পুণ্যমাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরস্বতী।
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থেভ্যশ্চ পৃথূদকং ॥ ৪৫

উত্তরং সর্ব্বতীর্থানাং যত্রাজেরাহুনষভং।
পৃথুদকে জপ্যপরো নৈব শোনেমরণং জপেৎ। ৩৬
গীতং সনৎকুমারেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা।
এবং স নিয়তং রাজন্নভিগচ্ছেৎ পৃথুদকং।" ৩৭

তৈজস তীর্থ—(বর্ত্তমান নাম ঔজসঘাট)। থানেশ্বরের অর্দ্ধ-ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। তীর্থ-ভ্রমণে 'ওষশ' নামে পরিচিত। এই তীর্থে ব্রহ্মা দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে দেব-সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এখানে স্নান-দানে অনন্ত ফল হয়। (বন, ৮৩।৭৪-৭৫)

"তৈজসং বারুণং তীর্থং দীপ্যমানং স্বতেজসা।
যত্র ব্রহ্মাদিভির্দেবৈ ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ।
সৈনাপত্যেন দেবানামভিষিক্তো গুহস্তদা।
তৈজসস্য তু পূর্ব্বেণ কুরুতীর্থং কুরূদ্বহ।"

পঞ্চবটী—(বর্ত্তমান "কোপর" নামক গ্রাম, থানেশ্বর হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত)। ইন্দ্রিয়সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যা-বলম্বন করিয়া এই তীর্থে বাস করিলে ব্রহ্মাদি উৎকৃষ্ট লোক-প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে যোগেশ্বর নামে এক শিব আছেন, তাঁহাকে অর্চনা করিলে মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়। (বন, ৮৩।৭১-৭২)

"বিমোচনমুপস্পৃশ্য জিতমন্যুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রতিগ্রহকৃতৈর্দোষৈঃ সর্ব্বৈঃ স পরিমুচ্যতে।
ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুণ্যেন মহতা যুক্তঃ সতাং লোকে মহীয়তে।"৭২

ব্রহ্মযোনি—পৃথূদক তীর্থের নিকটবর্ত্তী। ব্রহ্মা এই তীর্থকে নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে স্নান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় এবং সবংশ কুলের উদ্ধার হয়। (বন, ৮৩।৩৮-৩৯)

"ব্রহ্মযোনিং সমাসাদ্য শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥
পুনাত্যাসপ্তমং চৈব কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥"

মুঞ্জবট—(বর্ত্তমান থানেশ্বর, এখানে যক্ষিণীকুণ্ড আছে।) ইহা মহাদেবের আবাসস্থান। উপবাস করিয়া এ স্থানে একরাত্রি বাস করিলে গাণপত্য-প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে এক যক্ষিণী বাস করে, তাহার আরাধনা করিলে কামনাসিদ্ধি হয়। এই মুঞ্জবট কুরুক্ষেত্রের দ্বার বলিয়া প্রসিদ্ধ। (বন, ৮৩।২২-২৪)

"ততো মুঞ্জবটং নাম স্থাণোঃ স্থানং মহাত্মনঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥
তত্রৈব চ মহারাজ যক্ষিণীং লোকবিশ্রুতাম্।
স্নাত্বাভিগম্য রাজেন্দ্র সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥"

স্থাণুতীর্থ—(বর্ত্তমান নাম থানেশ্বর।) অপর নাম মুঞ্জবট। (বন, ৮৩।২২)

"ততো মুঞ্জবটং নাম স্থাণোঃ স্থানং মহাত্মনঃ।"

বারুণতীর্থ—ইহার অপর নাম তৈজসতীর্থ। দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে অভিষিক্ত করিয়া এই স্থানে সেনাপতি-পদে বরণ করেন। (বন, ৮৩।১৬৪)

অস্থিপুর—বর্ত্তমান নাম অস্তিপুর। কাহারও মতে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে নিহত বীরগণের অস্থি এ স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম অস্থিপুর। কিন্তু কুরু-পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণের মৃতদেহ যে কেবল এই ক্ষুদ্র গ্রামে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই তীর্থে স্নান ও প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। (বন, ৮৩।১৭৫)

"তত্রোপস্পর্শনং কৃত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গোসহস্রফলং পুণ্যং প্রাপ্নোতি ভরতর্ষভ ॥"

কুরুতীর্থ—বর্ত্তমান নাম কুরুধ্বজ। তৈজস-তীর্থের পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক-লাভ হয়। (বন, ৮৩।১৬৭)

দধীচ-তীর্থ—(থানেশ্বরের নিকট)। এই তীর্থটি অতি পবিত্র ও পবিত্রকারী, এই স্থানে তপোনিধি অঙ্গিরা জন্মগ্রহণ করেন। এখানে স্নান ও দান করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের তুল্য ফললাভ হয় এবং সরস্বতীলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।১৮৭-১৮৮)

এই তীর্থটীই বেদোক্ত শর্য্যণাবৎ সরোবর বলিয়া অনুমিত হয়। ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে,—

"ইন্দ্রো দধীচো অস্থভিঃ বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব ॥" ঋক্, ১।৮৪।১৩।
"ইচ্ছন্নশ্বস্য যচ্ছিরঃ পর্ব্বতেষপশ্রিতং।
তদ্বিদচ্ছর্য্যণাবতি ॥" ঋক্, ১।৮৪।১৪।

প্রতিদ্বন্দ্বি-রহিত ইন্দ্র দধীচি ঋষির অশ্বাকৃতি মস্তকের অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে ৯৯ বার বধ করিয়াছিলেন। গিরি-গহ্বরে লুকায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিলে ইন্দ্র সেই মস্তক শর্য্যণাবতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহাভারত-পাঠে জানা যায়, এই দধীচের নিকট সোমতীর্থ।

"সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তীর্থসেবী নরাধিপঃ।
সোমলোকমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দধীচস্য মহাত্মনঃ।
তীর্থং পুণ্যতমং রাজন্ পাবনং লোকবিশ্রুতম্ ॥"
(বন, ৮৩।১৮৬-১৮৭)

তীর্থযাত্রী সোমতীর্থে স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মহাত্মা দধীচির পুণ্যতম তীর্থ।

ঋগ্বেদেও বর্ণিত আছে,—

"যে সোমাসঃ পরাবতি যে অর্বাবতি সুন্বিরে।
যে বাদঃ শর্যণাবতি।" (ঋক্, ।৯।৬৫।২২)

যে সকল সোমরস অতি দূরে বা অনতিদূরে প্রস্তুত হইয়াছে, অথবা যে সোম শর্যণাবতে প্রস্তুত হইয়াছে।

"শর্যণাবতি সোমমিন্দ্রঃ পিবতু বৃত্রহা" (ঋক্, ৯।১১৩।১)

শর্যণাবতে যে সোম আছে, তাহা বৃত্রসংহারকারী ইন্দ্র পান করুন।

সম্ভবতঃ শর্যণাবতের নিকট যে সোম ছিল, অথবা যেখানে ইন্দ্র সোম পান করেন, মহাভারতে সেই স্থান সোমতীর্থ বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

অগ্নিতীর্থ—বর্ত্তমান নাম অগ্নিকুণ্ড। থানেশ্বর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে পৃথূদক নামক প্রাচীন নগরের পার্শ্বে অবস্থিত। হুতাশন এই স্থানে ভৃগুশাপে ভীত হইয়া শমীগর্ভে লুকায়িত হইয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিলোক-লাভ হয়। (শল্য, ৪৭।১৬-২২, বন, ৮৩।১৩৮)।

"অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ তত্র স্নাত্বা নরর্ষভঃ।
অগ্নিলোকমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ॥"

স্থাণুবট—বদরীপাচন তীর্থের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানে যথা-নিয়মে স্নান করিয়া এক রাত্রি বাস করিলে রুদ্রলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।১৮০)

"তত্র স্নাত্বা স্থিতো রাত্রিং রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ।
বদরীপাচনং গচ্ছেদ্বশিষ্ঠস্যাশ্রমং ততঃ॥

বদরীং ভক্ষয়েত্তত্র ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
সম্যগ্ দ্বাদশবর্ষাণি বদরীং ভক্ষয়েত্তু যঃ॥"

ইন্দ্রতীর্থ—বর্ত্তমান নাম ইন্দ্রবারি, থানেশ্বর ও পেহেবার ঠিক মধ্যস্থলে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই জন্ত ইহার নাম ইন্দ্র-তীর্থ, ইহা সর্ব্বপাপনাশক। (শল্য, ৪৯।৫)

এখানে ইন্দ্র ভরদ্বাজের কন্তা শ্রুবাবতীর ভক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। (শল্য, ৪৮।১৮)

স্বর্গদ্বার—থানেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত। এখন সাধারণে স্বর্গদ্বারী বলে। নরকতীর্থের নিকটবর্ত্তী। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এই স্থানে গমন করিলে স্বর্গলোক কিম্বা ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।৬৮)

বশিষ্ঠাপবাহ-তীর্থ—থানেশ্বরের নিকট। স্থাণুতীর্থের নিকট-বর্ত্তী। এই স্থানের প্রবাহ অতি ভীষণ। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পরে বৈর-ভাব ছিল। এক দিন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিবার জন্ত সরস্বতীকে অনুমতি করিলেন। সরস্বতী দেখিলেন, বিষম সঙ্কট, মহাক্রোধী বিশ্বামিত্রের আদেশ প্রতিপালন না করিলে রক্ষা নাই। কি প্রকারেই বা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আনয়ন করেন। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতি কাতরভাবে আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি আমাকে লইয়া চল, তাহা না হইলে বিশ্বামিত্রের হস্তে তোমার নিস্তার নাই। সরস্বতীতীরে বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতেছিলেন, সরস্বতী সেই সময়ে বশিষ্ঠকে আনিয়া বিশ্বামিত্রের

সমীপে উপস্থিত করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার বিনাশের জন্য অস্ত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে পুনর্ব্বার বশিষ্ঠকে যথাস্থানে লইয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র সরস্বতীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে অভিশাপ করিলেন। সেই শাপে এক বৎসর পর্য্যন্ত সরস্বতীর জল শোণিত হইয়াছিল। এইরূপে বশিষ্ঠাপবাহ হইল। (শল্য, ৪২ অঃ)।

কৌবের তীর্থ—বর্ত্তমান নাম কুবের, থানেশ্বরের নিকট। মহাত্মা কুবের এই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি ধনাধিপতি ও মহাদেবের সখা হইয়াছেন। এই স্থানে কুবেরের একটি মনোহর কানন আছে। সমস্ত দেবগণ এই স্থানে কুবেরের অভিষেক করিয়া তাঁহাকে পুষ্পক রথ প্রদান করিয়াছিলেন। (শল্য, ৪৭।২২-২৪)

বদরীপাচন তীর্থ—থানেশ্বর হইতে ১৮ ক্রোশ ও পৃথূদক হইতে ১১ ক্রোশ পশ্চিমে, বের নামক গ্রামস্থ সরস্বতীতীরে। এখানে অদ্যাপি বিস্তর বদরীবন দৃষ্ট হয়। মহর্ষি ভরদ্বাজের স্রুবাবতী নামে একটি কন্যা ছিল। স্রুবাবতী ইন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায়ে ঘোরতর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"সুন্দরি! আমি তোমাকে এই পাঁচটি বদরীফল প্রদান করিতেছি, তুমি পাক করিয়া প্রস্তুত কর। আমি আসিতেছি।" স্রুবাবতী তাঁহার আদেশে বদর পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। দিবা অবসান হইল, তোহার বদর কিছুতেই সিদ্ধ হইল না। স্রুবাবতী যে সকল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। স্রুবাবতী চিন্তিতা হইলেন।

পরিশেষে আপনার হস্ত-পদই কাষ্ঠ করিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আপনার মূর্তিতে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—"শ্রুবাবতি! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই স্থান "বদরীপাচন তীর্থ" বলিয়া বিখ্যাত হইবে, তোমারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" ইন্দ্র প্রস্থান করিলেন ও অনতিপরেই শ্রুবাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। (শল্য, ৪৮ অঃ)

রামতীর্থ—থানেশ্বরের নিকট ইন্দ্রতীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত। মহাত্মা পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এই স্থানে শত অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করেন, সেই জন্য ইহা রামতীর্থ নামে খ্যাত। এ স্থানে স্নান-দান করিলে অনন্ত ফল হয়। (শল্য, ৪৮।৭৮)

যমুনাতীর্থ—এই তীর্থটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, বোধ হয়, লুপ্ত হইয়াছে। মহর্ষিগণ এই তীর্থকে স্বর্গধাম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। মহারাজ ভরত এই স্থানে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেন। মরুত্ত রাজাও এই স্থানে যজ্ঞ করেন। এ স্থানে স্নান করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ও পরিণামে সদ্‌গতি লাভ হয়। যমুনাতীর্থে জলাধিপতি বরুণ সমুদয় দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই সময় দেবগণের সহিত অসুরকুলের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। (বন, ১২৯।১৩-১৭)।

একরাত্রতীর্থ—থানেশ্বরের নিকট। এ স্থানে নিয়ত সত্যবাদী হইয়া একরাত্রি যাপন করিলে ব্রহ্মলোক-লাভ হয়। (বন, ৮৩।১৮৩)

সোমতীর্থ—সোমতীর্থ দুইটি। একটি সপ্ত সারস্বতের নিকট-

বর্ত্তী, অপরটি দধীচি-তীর্থের অনতিদূরে অবস্থিত। উভয় তীর্থে স্নান করিলেই চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি হয়।

সরস্বতী-সঙ্গম—এই স্থানে চৈত্র মাসের শুক্লা-চতুর্দ্দশীর দিনে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ও মহর্ষিগণ আগমন করেন। সরস্বতী-সঙ্গমে স্নান করিলে বহুতর সুবর্ণলাভ হয়। তীর্থসেবী সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। (বন, ৮২।২৫-২৭)

সুতীর্থ—ব্রহ্মাবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী। এইস্থানে দেবগণ ও পিতৃগণ সর্ব্বদা উপস্থিত। সুতীর্থে দেবগণ ও পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল ও পিতৃলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।৫৩-৫৪)।

বৃদ্ধকন্যক-তীর্থ—থানেশ্বরের নিকট। কুণিগর্গ নামে এক মহর্ষি তপোবনে একটি মানসী-কন্যার সৃষ্টি করেন। কন্যাটী আপনার অনুরূপ পতির অভাব দেখিয়া এইস্থানে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, চলিবার শক্তির অভাব হইল। তখন পরলোকগমন করিবার মানসে কলেবর পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। এই সময়ে নারদ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কল্যাণি! অনূঢ়া কন্যার সদ্গতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তুমি কিরূপে পরলোকগমন করিবে?" বৃদ্ধা-কন্যা চিন্তিতা হইলেন এবং বলিলেন, যদি কেহ আমার পাণি-গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে আমার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব। শৃঙ্গিবান্ বৃদ্ধা-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বৃদ্ধাকন্যা একরাত্রি তাঁহার সহবাস করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। সেই হইতে এই তীর্থের "বৃদ্ধকন্যক" নাম হইয়াছে। (শল্য, ৫২ অঃ)

গঙ্গাহ্রদ—(বর্ত্তমান নাম গঙ্গাতীর্থ, নাগছু হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে হুসেন নামক গ্রামে অবস্থিত) এখানে স্নান করিলে স্বর্গলোক-লাভ হয়। (বন, ৮৩।১৭৭)

পবনহ্রদ—(বর্ত্তমান নাম পবনাব, ছোটাসি নদীর তীরে) এই হ্রদে যথানিয়মে স্নান করিলে বায়ুলোক-প্রাপ্তি হয় এবং বিষ্ণুলোকের অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ হয়। (বন, ৮৩।৫)

"পবনস্ত হ্রদে স্নাত্বা মরুতাং তীর্থমুত্তমং।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বিষ্ণুলোকং মহীয়তে ॥"

অমরহ্রদ—(বর্ত্তমান নাম অমৃতকূপ, থানেশ্বর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে চন্দনান গ্রামে অবস্থিত) এ স্থানে স্নান ও ইন্দ্রের পূজা করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়। (বন, ৮৩।১০৫)

"অমরাণাং হ্রদে স্নাত্বা অমরাধিপং।
অমরাণাং প্রভাবেন স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥"

নরকতীর্থ—তীর্থ-ভ্রমণে 'অনরক' নামে পরিচিত। বর্ত্তমান নাম নরকতীর্থ বা অনরক, থানেশ্বর হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে, সরস্বতী-তীরে। ব্রহ্মা, নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত এইস্থানে অবস্থিতি করেন। তীর্থযাত্রী এই স্থানে স্নান করিয়া দুর্গতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এখানে বিশ্বেশ্বর, নারায়ণ ও রুদ্রপত্নী দেবীর অর্চ্চনা করিলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়। (বন, ৮৩।৭১-৭৩)

ব্রহ্মতীর্থ—বর্ত্তমান ব্রসাতু গ্রামে অবস্থিত। কন্যাতীর্থের নিকটবর্ত্তী। ইহাতে স্নান করিয়া নীচবর্ণও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ স্নান করিলে তাঁহার সদ্গতি হয়।

সর্ব্বদেবতীর্থ—কলকীবনের মধ্যবর্ত্তী একটি তীর্থ। ইহাতে স্নান করিলে সহস্র গো-দানের ফল হয়। দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করেন বলিয়া ইহার নাম সর্ব্বদেবতীর্থ হইয়াছে। (বন, ৮৩।৮৭)

কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত উপরোক্ত তীর্থগুলি ব্যতীত মহাভারতে অশ্বাজন্ম, অম্বুমতী, অরন্তুক, অরুণাসঙ্গম, অর্দ্ধকীল, অশ্বিনী-তীর্থ, আদিত্যতীর্থ, একহংসতীর্থ, ওঘবতী, ঔশনসতীর্থ, কন্যাশ্রম, কপিলাতীর্থ, কলসীতীর্থ, কাম্যকবন, কায়শোধন, কারবপন, কাশীশ্বরতীর্থ, কিন্দত্তকূপ, কিন্দান, কুঞ্জতীর্থ, কুলুম্পুন, কৃত-শৌচ, কপিলকেদারতীর্থ, কোটিতীর্থ, কৌশিকীসঙ্গম, গোভবন, জয়ন্তী, ত্রিবিষ্টপ, দশাশ্বমেধ, দৃষদ্বতী, দেবতীর্থ, নাগতীর্থ, নাগোদ্ভেদ, পঞ্চনদতীর্থ, পাণিখাত, পরীণহ, পারিপ্লব, পুণ্ডরীক-তীর্থ, পুষ্করতীর্থ, পৃথিবীতীর্থ, ফলকীতীর্থ, মচক্রক, মধুবটী, মধুস্রবতীর্থ, মাতৃতীর্থ, মিশ্রকতীর্থ, মৃগধূম, যযাতপতীর্থ, বকাশ্রম, রামহ্রদ, রেণুকাতীর্থ, লোকোদ্ধারতীর্থ, বটতীর্থ বা বটাশ্রম, বরাহতীর্থ, বংশমূল, বামনক, বিশ্বামিত্রতীর্থ, বিষ্ণুপদ, বেদবতী, বৈতরণী, ব্যাসবন, ব্যাসস্থলী, ব্রহ্মাবর্ত্ত, শঙ্খিনী, শক্রাবর্ত্ত, শতসহস্র, শালিহোত্র, শীতবন, শ্রীতীর্থ, শ্বাবিল্লোমাপহ, সন্নিহতী, সপ্তসারস্বত, সরক ও সর্পদেবী তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। (বনপর্ব্ব, ৮৩ অধ্যায়)

উপরোক্ত তীর্থ ও পুণ্যস্থান ব্যতীত নারদ-পুরাণে উপবিভাগ-খণ্ডে ৬৪ ও ৬৫ অধ্যায়ে মাধবাচার্য্য-বিরচিত কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্য, রামচন্দ্র সরস্বতী-প্রণীত কুরুক্ষেত্রতীর্থ-নির্ণয়, কুরুক্ষেত্র-রত্নাকর ও ভট্টোজি দীক্ষিত-শিষ্য কৃষ্ণদত্ত-রচিত কুরুক্ষেত্র-প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আরও অনেক তীর্থের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ অপ্রাচীন ও আধুনিক। তন্মধ্যে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত

বীরগণের নামানুসারেও বর্ত্তমান অনেক তীর্থের নামকরণ হইয়াছে। এখনও কুরুক্ষেত্রের সীমা-মধ্যে এই সকল তীর্থ আছে।

৩১২ পৃষ্ঠা—"রাজা রণজিৎ সিংহের গুরু নানকের এক গদি আছে।" গ্রন্থকার এখানে শিখদিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক গুরু নানককে মহারাজ রণজিৎ সিংহের গুরু মনে করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের জন্ম এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে গুরু নানকের আবির্ভাব এবং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোভাব ঘটে, এরূপ স্থলে গুরু নানক ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের মধ্যে তিন শত বর্ষের ব্যবধান।

এখানে গুরু নানক ও মহারাজ রণজিৎ সিংহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—

গুরু নানক ১৫২৬ সংবৎ বা ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর জেলার সরকপুর তহশীলের অন্তর্গত ইরাবতী নদী-তীরস্থ তলবন্দী (বর্ত্তমান রায়পুর) গ্রামে জন্মপরিগ্রহ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কালু। ইনি ক্ষত্রীদিগের মধ্যে বেদি-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। যে গৃহে নানক জন্মগ্রহণ করেন, তাহাকে "নানকানা" কহে, এখনও সকলে সেই স্থানে উপাসনা করিয়া থাকে।

নানক শিখদিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক। ঈশ্বরানুগ্রহে বাল্যকাল হইতে তাঁহার ধর্ম্মে অতিশয় আসক্তি ছিল এবং ধর্ম্মচিন্তা-বিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হইত। ঈশ্বর যে "একমেবা-দ্বিতীয়ং" এই বিশ্বাস অতি শিশুকাল হইতে নানকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

সপ্তমবর্ষ বয়সে নানক বিদ্যাশিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তাঁহার শিক্ষক-মহাশয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা তিনি অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন, এবং সময়ে সময়ে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিতেন, তাহাতে তাঁহার শিক্ষকও সুমীমাংসা করিতে পারিতেন না। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় নির্জ্জনবাস ও ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন এবং সময় সময় গৃহত্যাগ করিয়া গহন-কাননাভ্যন্তরে গমন করিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন।

নবম বৎসর বয়সের সময় নানকের পিতা তাঁহাকে উপবীত-ধারণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন, উপনয়নের পূর্ব্ব-কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের পর পুরোহিত নানককে উপবীত ধারণ করিতে আদেশ করিলে নানক উপবীত-ধারণে তাঁহার অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হইবে না বলিয়া নিরস্ত করেন।

নানকের পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে দোকানদারের কার্য্য শিখাইবার জন্ত ৪০ টাকা দিয়া লবণ কিনিতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু নানক পথিমধ্যে একদল ক্ষুধার্ত্ত ফকির দেখিয়া তাহাদিগকে ঐ সমস্ত টাকা দিয়া খাদ্য-দ্রব্য কিনিয়া ভোজন করান। ইহা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা খরিদ করিলাম, পরজন্মে ইহার উপসত্ব ভোগ করিব। মনুষ্যের সহিত ক্রয়-বিক্রয়ে যে লাভ, ঈশ্বরের সহিত ক্রয়-বিক্রয়ে তদপেক্ষা অধিক লাভ।" এইরূপে তিনি সময়ে সময়ে ফকিরদিগকে নানা দ্রব্য বিতরণ করিতেন।

সাংসারিক-বিষয়ে নিতান্ত বৈরাগ্য দর্শন করিয়া নানকের

পিতা তাঁহাকে ষোড়শবর্ষ বয়সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু ইহাতেও পিতার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। তিনি পূর্ব্বের ন্যায়ই সকল বিষয়ে বীতস্পৃহ ছিলেন। ইহার পর তিনি কার্য্য-ব্যপদেশে কর্পূরতলা প্রেরিত হন।

৩২ বৎসর বয়সে নানকের শ্রীচাঁদ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর লক্ষ্মীদাস নামে আর একটি পুত্র হয়। লক্ষ্মীদাসের শৈশবাবস্থায় নানক সংসারের মায়া ছেদনপূর্ব্বক ফকির-বেশে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময়ে মরদানা, লহনা, বালা ও রামদাস এই চারি ব্যক্তি তাঁহার সহচর ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ সমস্ত ভারতবর্ষ, কাবুল, পারস্য এবং এশিয়ার অন্যান্য স্থান এমন কি মক্কা পর্য্যন্ত গমন করেন।

নানাস্থান পরিভ্রমণের পর গুরু নানক স্বীয় জন্মভূমি তালবন্দী গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে ফকিরবেশ ত্যাগ করাইতে বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

নানক জীবনের শেষভাগ ইরাবতী নদীর তীরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়িরূপে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে সর্ব্বজাতীয় লোক আশ্রয় পাইত। তাহারা সকলে তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া মান্য করিত। তিনি জালন্ধর জেলায় কর্ত্তারপুর নগর সংস্থাপন করিয়া তথায় ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করেন। এই স্থানে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ ৪০ বৎসর ৫ মাস ৭ দিন তিনি 'গুরু' খ্যাতি পাইয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ—১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বীরবর মহা সিংহের

পুত্র। মাতার নাম মহি মলবাই। রণজিতের জন্মোৎসব-উপলক্ষে তাঁহার পিতা সমস্ত সর্দারকে আমন্ত্রণ ও দীন-দুঃখীকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। শৈশবকালে রণজিৎ কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার একটা চক্ষু নষ্ট হয়। তৎসঙ্গে শশাঙ্কধবল সুন্দর মুখখানিও চিরদিনের জন্য বসন্তরোগ-চিহ্নিত হয়। পিতার জীবিতাবস্থায় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তৎ-পর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহা সিংহ পরলোক-গমন করেন। অল্পবয়সে পিতার মৃত্যুহেতু রণজিতের বিদ্যাশিক্ষার কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই। রণজিৎ দ্বাদশবর্ষ বয়সে নামেমাত্র সর্দারপদে অভিষিক্ত হন; এই সময়ে তাঁহার জননী, রাজমন্ত্রী ও দেওয়ান কর্তৃক নাবালকের অভিভাবিকা নিয়োজিতা হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তৎপরে তিনি সপ্তদশ বর্ষ বয়সে স্বহস্তে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন এবং কূটনীতি, বুদ্ধিকৌশল ও উদ্যম-বলে শিখ-শক্তির শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং সমগ্র পঞ্জাবরাজ্যের একচ্ছত্র রাজা হন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ জম্বু প্রভৃতি নানাস্থান জয় করেন। ইহারই অল্পকাল পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সহস্রাধিক টাকার উপ-ঢৌকন ও মিত্রতাসূচক পত্র দিয়া দূত প্রেরণ করেন। রণজিৎ অতি সমাদরের সহিত বৃটিশদূতকে গ্রহণ করেন এবং উপঢৌকনের বিনিময়ে স্বরাজ্যোৎপন্ন মূল্যবান বহুদ্রব্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে উপহার প্রেরণ করেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মহাসমারোহে দরবার করিয়া "মহা-রাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। এই দরবারে সমস্ত সর্দার, চৌধুরী, শহরদার ও মান্যগণ্য দেশীয় ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই দিনেই

লাহোর-টাঁকশাল স্থাপিত হয় এবং মহারাজের নামাঙ্কিত মুদ্রাও প্রচলিত হয়। ইহার পর তিনি বহুরাজ্য জয় করিয়া নিজরাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নকাই সর্দার খজান সিংহের কন্যা রাজকুমারীর গর্ভে মহারাজের এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হন। এই পুত্রের নাম খড়্গসিংহ বা খরকসিংহ।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর-যুদ্ধে বন্দীকৃত শাহসুজার নিকট হইতে কৌশলক্রমে বিশ্ব-বিখ্যাত "কোহিনূর" হীরক প্রাপ্ত হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে নানাবিধ চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য-লাভ করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। তৎপরে কয়েক বৎসর নানাস্থানে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৭শে জুন তারিখে পক্ষাঘাতরোগে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র খড়্গসিংহকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া যান।

৩৩০ পৃষ্ঠা, মণিকর্ণ। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই মণিকর্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মণিকর্ণের প্রসঙ্গ পাওয়া গেল না, স্কন্দপুরাণীয় হিমবৎখণ্ডে মণি-কর্ণের পরিচয় আছে।

৩৫১ পৃষ্ঠা—রাজা সংসারচন্দ্র।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজপুতবংশ সংসারচন্দ্র বা সংসারচাঁদ কাঙড়া-রাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহ নামক একজন শিখ-সর্দার কৌশলক্রমে কাঙড়া-দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৮৫ অব্দে তিনি ঐ দুর্গ সংসারচন্দ্রকে ছাড়িয়া দেন। ইহার পরে কটোচ-রাজ সংসারচাঁদ পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।

কাঙ্গড়ার পার্ব্বতীয় প্রদেশের নানা স্থানের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হন। তিনি যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, তখন সর্দ্দারগণ সসৈন্যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন। প্রতিবর্ষে একবার করিয়া প্রত্যেক সর্দ্দারকে রাজদর্শনে আসিতে হইত। তিনি ২০ বৎসর প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংসারচাঁদের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধচাঁদ রাজা হন।

৩৫৪ পৃষ্ঠা, গোগা পীর—একজন সিদ্ধ বীরপুরুষ। হিমালয় হইতে নর্ম্মদাতট পর্য্যন্ত কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই এই মহাপুরুষকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। হিন্দুরা ইঁহাকে "গোগা-চৌহান" বা "গোগাবীর" এবং মুসলমানেরা 'গোগা পীর' বা 'জাহির-পীর' বলিয়া জানেন।

৩৭০ পৃষ্ঠা, জালন্ধর পীঠ—ইহা ৫১ পীঠস্থানের মধ্যে একটী মহাপীঠ, এইস্থানে ভগবতীর বামস্তন পতিত হয়। এখানে ভৈরবীর নাম ত্রিপুরমালিনী ও মহাকালের নাম ভীষণ। ভগবতীর বিশ্বমুখ মূর্ত্তি এইস্থানে বিরাজিতা আছেন। যথা,—

"জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা ত্রিপুরা শঙ্করে।"

(দেবী-ভাগবত ৭।৩০।৭২)

৩৮৩ পৃষ্ঠা, হস্তিনাপুর—চন্দ্রবংশীয় হস্তিনামক রাজনির্ম্মিত নগর। মহাভারতে ইহা পাণ্ডবদিগের রাজধানী বলিয়া কথিত আছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরেও হস্তিনাপুর পরীক্ষিতের রাজধানী ছিল।

৩৯৫ পৃষ্ঠা, সোমনাথ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন কাঠিয়া-বাড়ের অন্তর্গত জুনাগড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী প্রাচীন নগর।

ইহা কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ-উপসাগরোপকূলে অবস্থিত। সাগর-কূলে সাগর হইতে কিয়দ্দূরে বিশালায়তন ও উচ্চ সোমনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরে ভগবান্ সোমনাথের (শিবের) লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সোমনাথ শিবের মন্দিরের জন্যই এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ। হিন্দুদিগের নিকট ইহা একটী পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এই মন্দির কোন্ সময়ে কাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

সপ্তদশবার ভারতাক্রমণকারী সুলতান মামুদ্ ১৭শ বার ভারতাক্রমণকালে ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সোমনাথ আক্রমণ করিয়া সোমনাথ জয় ও বিধ্বস্ত করিয়া প্রভূত ধন-রত্ন লাভ করেন। সুলতান সোমনাথের মন্দির বিধ্বস্ত ও সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি চারিখণ্ডে বিভক্ত করিলে একখণ্ড মক্কায়, একখণ্ড মদিনায় এবং দুই খণ্ড গজনীতে প্রেরিত হয়। তৎপরে মামুদ্ গজনী যাত্রা করেন। যাইবার সময়ে তিনি সোমনাথের চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত কপাট খুলিয়া লইয়া যান।

৪৪১ পৃষ্ঠা, পঞ্চক্রোশী ও অন্তর্গৃহ—কাশীর মধ্যস্থিত দীর্ঘ ও বিস্তৃতিযুক্ত ৫ ক্রোশ স্থান লইয়া পঞ্চক্রোশী ও তন্মধ্যে নগ্ন-আবরণযুক্ত স্থান অন্তর্গৃহ। কাশীখণ্ড-মতে, কাশীতে পাপকার্য্য করিলে পঞ্চক্রোশীতে বিনষ্ট হয়, পঞ্চক্রোশীকৃত পাপ অন্তর্গৃহে নাশ হয়।

> "অন্যক্ষেত্রে কৃতং পাপং পঞ্চক্রোশ্যাং বিনশ্যতি।
> পঞ্চক্রোশ্যাং কৃতং পাপং অন্তর্গৃহে বিনশ্যতি॥" (কাশীখণ্ড)

৪২৪ পৃষ্ঠা, জোমরা (জুনরাজন্)—শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে জুনরাজনের রাজবংশ রাজত্ব

করেন। ডুম্‌রাওনের রাজগণ 'পুয়ার' নামক রাজপুতবংশোদ্ভব। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ উজ্জয়িনীনগরে বাস করিতেন, তৎপরে তথা হইতে মধ্যভারতে ছড়াইয়া পড়েন। মহারাজ সিদ্ধোন্ সিংহ সর্ব্বপ্রথম বেহারে আসিয়া বাস করেন। তিনি স্বীয় পুত্র ভোজসিংহকে স্বোপার্জ্জিত রাজ্য দান করিয়া যান। ভোজসিংহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নামে খ্যাত হয়। তন্মধ্যে প্রধানবংশ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী ডুমরাওনে, এক শাখা বক্সারে ও অপর শাখা জগদীশপুরে বাস করেন।

ইংরাজি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ডুম্‌রাওন রাজবংশোদ্ভব জয়-প্রকাশ বড়লাট লর্ড মার্ক্‌ইস অফ্‌ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক "মহারাজ বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। তৎপর ডুম্‌রাওনরাজ মহেশ্বরবক্স সিংহ বাহাদুরের রাজত্ব-কালে জগদীশপুরনিবাসী ইহাঁর জ্ঞাতি কুমার-সিংহ বিদ্রোহী হন।

বর্ণানুক্রমিক নাম-সূচী

দাসের বাটীতে বাসা করিয়া থাকা হইল। ঐ দিবস তীর্থোপবাস ছিল।

২৫ জ্যৈষ্ঠ

বাউলদাস আমাকে এক আলাহিদা ঘর, রন্ধনের স্থান এবং পায়খানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল। আমি ও তিতু আর কালা-নাপিত তিনজন রহিলাম। আর আর যাত্রীগণ অন্য মহলে রহিল। বাউল ও তাহার ভগিনী অতি সচ্চরিত্র, তাহারা সকলে আজ্ঞাবহ। আমি প্রাতে যমুনাতে স্নান করিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতে-ছিলাম, এমতকালে শ্যামবাজার-নিবাসী কালীবাবু রামানন্দদাস

দুরাচারী লবণের দৌরাত্ম্যে তপোবনবাসী ঋষিগণ অস্থির হইয়া তদীয় অত্যাচার-কাহিনী অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্রকে জ্ঞাপন করিলে, রামচন্দ্রের আদেশে শত্রুঘ্ন কর্তৃক যুদ্ধে লবণ নিহত হন। তাহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রীত হইয়া শত্রুঘ্নকে বর দিতে চাহিলেন। তিনি দেবগণ সমীপে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, এই দেবনির্মিত মধুপুরী মথুরা শীঘ্রই রাজধানী হউক। তাহাতে দেবগণ প্রীত মনে এই বর দিলেন যে, এই পুরী 'শূরসেনা' নামে খ্যাত হইবে। তখন শত্রুঘ্ন সেনা আনাইয়া পৌরজনপদ স্থাপন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ মধ্যে এই স্থান শূরসেনদিগের রাজ্য বলিয়া গণ্য হইল এবং এই স্থান শস্যশোভিত, যোদ্ধবিরহিত, স্বচ্ছন্দ হর্ম্যরাজি সমন্বিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

রামায়ণের উক্ত প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, উত্তরকাণ্ড রচনাকালেও এই স্থান মথুরা নামে খ্যাত ছিল না, তখনও মধুপুরী বা মধুরা নামে খ্যাত ছিল।

মহাভারতে ও প্রায় সকল পুরাণেই মথুরা নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ রামায়ণোক্ত মধুপুরী বা মধুরাই কালে মথুরা নামে খ্যাত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, বর্তমান মথুরানগরের দক্ষিণপশ্চিমে 'মহোলি' নামে যে ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহাই মধুরাজ্যের মধুপুরী। পরে আর্য্যরাজ শত্রুঘ্ন যে পুরী

বৈরাগীর প্রমুখাৎ আমার বাউলদাসের বাটীতে পঁহুছা সংবাদ পাইয়া লোক পাঠাইয়া লইয়া গেলেন। আমার বাসা রহিল। সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া হইয়া আহারাদি তথায় হইল। বাসায় সকল কর্ম। কালীবাবুর বাসাতেই আহারাদি।

শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন এই তিন প্রধান দেবালয়। ইহাতে অতিশয় কট্‌কিনা। প্রথমে শ্রীগোবিন্দ-জিউর ভেট পূজা না দিলে কোথাও দর্শন হয় না। ক্রমে আর দুই দেবালয়ে ঐ নিয়মে দিতে হয়। অন্য অন্য দেবালয়ে স্বেচ্ছাধীন।

শ্রীবৃন্দাবন

নির্ম্মাণ করেন, তাহা বর্ত্তমান ভূতেশ্বর মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান কাট্‌রা গ্রামে অবস্থিত ছিল, কালে সে সমস্ত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশেষে যমুনা তুর্য-শোভিত বর্ত্তমান সহরই মথুরা নামে খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের বচন হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, যেখানে মধুদৈত্য পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং তৎপুত্র লবণ নানা প্রকার ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিল, সেই স্থানে রামানুজ শত্রুঘ্ন শূরসেনদিগের রাজধানী মথুরা পত্তন করিয়াছিলেন। সেই পুরী যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। শূরসেনদিগের প্রভাব বিস্তারের সহিত যাদবগণ পূর্ব্বস্থান হইতে একটু অগ্রসর হইয়া যমুনার ঠিক উপরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাই পুরাণ ও ইতিহাসে "মথুরা" নামে খ্যাত। এই মথুরার সমৃদ্ধির সঙ্গে সুপ্রাচীন 'মধুপুরী' বা 'মথুরা' নগরী পরিত্যক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে এই স্থান 'মধুবন' নামে খ্যাত হয়।

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং কংসনিধন প্রভৃতি সংঘটিত হইলে তিনি মথুরার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মথুরায় এখনও কংসকারাগার, বিশ্রামঘাট প্রভৃতি প্রাচীন পীঠ বিদ্যমান আছে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন যুগে এখানে যে যে সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান হইয়াছিল, তাঁহাদিগেরও প্রভূত স্মৃতিচিহ্ন আজিও মথুরাবক্ষে বিরাজ করিতেছে।

শ্রীভগবৎস্বেচ্ছায় আমার প্রতি আপত্তি ছিল না। সর্ব্বাগ্রে দুই সন্ধ্যা দর্শনাদি করিতাম। একদিন গোপালঠাকুর ব্রজবাসীকে সমভ্যারে করিয়া কিছু কিছু প্রণামী দিলাম।

মথুরাপুরীতে যমুনার তীরে অনেক শ্রী৺শিব স্থাপন এবং ঘাট পাকা বান্ধা। প্রধান যে চব্বিশ ঘাট স্নান দানের আছে তদ্ভিন্ন ধনাঢ্যগণের কৃত বান্ধাঘাট স্থানে স্থানে সুশোভিত আছে। মথুরা নগরের উত্তরদ্বার জয়সিংহপুরী, দক্ষিণদ্বার কো নামে গ্রাম, নওরঙ্গাবাদের দক্ষিণ। এই গ্রামের নাম কো হইবার তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে দেবকীগর্ভে আবির্ভাব হইয়াছিলেন, বসুদেব পুত্রভাবে কংসভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া নন্দালয় যাইতেছিলেন। যমুনার মধ্যস্থলে যাইতে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-ক্রোড় হইতে যমুনাতে

জয়সিংহপুরী

কো-গ্রাম

যাদব-রাজধানী মধুরাপুরী কালে সুবিস্তৃত হইয়া মথুরামণ্ডলে পরিণত হয়। মনুসংহিতা এবং প্লিনি, আরিয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে মথুরামণ্ডল শূরসেন নামে বর্ণিত এবং ইহার অধিকাংশ বর্ত্তমান মথুরা জেলার অন্তর্গত। যদিও মনুসংহিতায় মধুপুর বা মথুরার কোন উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু এই শূরসেন জনপদ ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এই স্থান অতি প্রাচীন। পুরাণসমূহে ইহাই কৃষ্ণ-বলরামের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক জগতেও মথুরার প্রসিদ্ধি বহুদূর বিস্তৃত। ইহা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা নহে, খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দে এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই স্থানের মাহাত্ম্য তৎকালীন বৌদ্ধজগতে বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই আমরা প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমির "Modoura of the gods" এবং আরিয়ান্ ও প্লিনির

নম্র হন। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে প্রকাশ আছে। বসুদেব পুত্রকে জলমগ্ন দেখিয়া পুত্রশোকে শোকান্বিত হইয়া ঐ স্থান হইতে কহিয়াছিলেন "কো মেরে বালকো হরণ কিয়া" অর্থাৎ কে আমার সন্তানকে হরণ করিলে? এই কথা কহাতে যমুনার মধ্যস্থলে চড়া হইল। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন। তদবধি ঐ স্থানের নাম কো হইল। ঐ গ্রাম যমুনার মধ্যস্থলে, কিন্তু অদ্যাবধি ঐ গ্রামে যমুনার জল পূর্ণ হয় না। গ্রামের দুই দিকে যমুনা। ভগবৎস্বেচ্ছাতে যমুনা যত প্রবল হউন তথাচ কো-গ্রাম ডুবিবে না।

এই সকল স্থান মথুরানগর মধ্যে। ইহাতে অনেক দেবদেবী

Methora প্রসঙ্গে মথুরার উল্লেখ পাই। মেগেস্থিনিসের বর্ণনানুসারে আরিয়ান লিখিয়াছেন যে, মেথোরা (Methora) ও ক্লিসোবোরা (Klisobora) শূরসেনদিগের এই দুইটি প্রধান নগরীর মধ্য দিয়া যমুনানদী প্রবাহিত। পাশ্চাত্য লেখক বর্ণিত 'মেথোরা' ও 'ক্লিসোবোরা' মথুরা ও কৃষ্ণপুর বা কেশবপুরের বৈদেশিক উচ্চারণ। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে মথুরা ও কৃষ্ণপুর জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল এবং এখানে যে শূরসেন রাজত্ব করিতেন, তাঁহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, এই দুই প্রসিদ্ধ নগরী পালিবোথ্রা অর্থাৎ পাটলীপুত্র রাজ্যের অন্তর্গত। মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের আধিপত্যকালে সুপ্রাচীন শূরসেনরাজ্য পাটলিপুত্রের অন্তর্গত থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

জৈন ও বৌদ্ধগণের নিকটও এই স্থান পুণ্যভূমি বলিয়া বহুদিন হইতে আদৃত। জৈনদিগের ১৯শ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও ২১শ তীর্থঙ্কর নমীনাথ মথুরায় জন্ম ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, একারণ ধার্ম্মিক জিনগণের নিকট মথুরা পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত। জৈনদিগের সহিত বৌদ্ধকীর্ত্তি এস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উপগুপ্ত সম্রাট অশোকের সমসাময়িক। মথুরায় বুদ্ধশিষ্যগণের অধিষ্ঠান হইলেও উপগুপ্তের সময়ে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দ হইতেই মথুরায়

স্থাপিত আছেন। নগরের মধ্যে কমবেশ একলক্ষ ঘর বসতি। ইহার মুসলমান ছয় হাজার ঘর, বাকী নব্বই হাজার ঘর হিন্দুর বসতি সকল জাতিতে হইবে। ইহার মধ্যে চৌদ্দশত ঘর চোবে, দুই হাজার ঘর সনাড্ডি ব্রাহ্মণ। তদ্ভিন্ন আর আর ব্রাহ্মণ আছে। এখানে সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব চারিবেদের ব্রাহ্মণ আছে। মৈথিলি, দ্রাবিড়ি ও কাশ্মীরি-মহাপণ্ডিতগণ, ইহারা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা—বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

মথুরানগর

চোবে যে চৌদ্দশত ঘর আছে, ইহাদিগকে মিঠে-চৌবে কহে। ইহা ভিন্ন কড়ুয়া চোবে পাঁচশত ঘর আছে। কড়ুয়াচৌবে ইহা-দিগকে কহে—কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের মধ্যে দোবে এবং চৌবে, পাঁড়ে, উপাধ্যায়, ইহাতে যে চৌবে তাহাদিগকে কড়ুয়া-চৌবে কহে। ইহাদের যজমানের কর্ম্ম নহে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বলিষ্ঠ হইলে সিপাহী কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। মিঠে চৌবে যাহারা তাহা-

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। মথুরা হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দের শেষভাগে মথুরায় শকাধিপত্য বিস্তার লাভ করে। মথুরার প্রথম শকক্ষত্রপগণ সকলেই মিত্রোপাসক বা সৌর ছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে মথুরায় সৌরগণের প্রভাব ও সূর্য্যপূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। মথুরার পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসস্তূপ হইতে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত অয় সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে এই শকনৃপতিগণের মধ্যে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, আবার কেহ কেহ বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। মথুরার বৌদ্ধ শকনৃপতিগণের মধ্যে কনিষ্কের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুসলমান-রাজত্বকালে মথুরার পূর্ব্বতন ধ্বংসাবশেষগুলি তাহাদিগের অত্যা-চারে ধ্বংসাই ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় উহার স্বরূপনির্ণয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের

দিগের যাত্রীর কর্ম্ম। যে সমস্ত যাত্রী মথুরা বৃন্দাবন আইসে, তাহাদিগের চৌবে হইয়া মথুরার পরিক্রম, স্নান, দান, শ্রাদ্ধ, দর্শন, স্পর্শ করাইয়া বিদায়াদি যাহা পায়, তাহাতে দিন নির্ব্বাহ করে। চৌবেদিগের পড়াশুনা কিছুই নাই। সহস্র মধ্যে একজন অধ্যয়ন করে কি না করে। ইহাদিগের সিদ্ধি খাওয়া, দণ্ডকুস্তিকরা* কর্ম্ম। ইহারা দিবারাত্র চারিবার সিদ্ধি খায়। সিদ্ধির চারিবারে চারি নাম— কাকবাসী, ভোগবিলাসী, দৌলতদাসী, সত্যনাশী। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে, সন্ধ্যার পর এই চারি সময়ে সিদ্ধি খাইয়া ভাঙ্গড় হয়। ইহাদের গৃহকার্য্য স্ত্রীলোকে করে, দেওয়া লওয়া কিছুই জানে না। যাত্রী খাওয়ায়, কি ভিক্ষাতে যাহা উপার্জ্জন করে, আপন আপন স্ত্রীর নিকটে দেয়। আপনারা প্রাতে উঠিয়া সিদ্ধি আর লোটা ডুরি লইয়া বাগিচাতে গমন করেন। বাগিচা একটা স্থান ঘেরা

মথুরার চোবেদিগের পরিচয়

গোলযোগ ঘটিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পুরাতন জৈন-বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তির গুলির প্রভেদ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া সকল গুলিকেই বৌদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এখনও মথুরায় বহু জৈনস্মৃতি বিদ্যমান। কেশো(কেশব)পুরের উপকণ্ঠস্থিত শৈবদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নিকট জৈন-যুগের শিল্পকার্য্য-সমন্বিত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ জম্বু স্বামীর ভজনা গৃহ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার স্মরণার্থ বেদীর নিম্নদেশে একখানি শিলাফলকে জম্বুস্বামীর নাম খোদিত আছে। এই জম্বুস্বামীই জৈন-দিগের শেষ [illegible]কেবলী সুধর্ম্মের শিষ্য। সুধর্ম্ম শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের শিষ্য। মণিরাম পূর্ব্বোক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ২য় তীর্থঙ্কর [illegible] প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

* দণ্ডকুস্তি—ডন ফেলা এবং কুস্তি করা।

আছে। কাহার এক অশ্বত্থ অথবা বট কিম্বা নিমের কি খজ্জুরের, কাহার বা বাবলা। যে বৃক্ষ হউক, এক বৃক্ষ থাকিলেই বাগিচা হয়। কাহার কূয়া আছে, কাহার নাই। ঐ বাগিচাতে একজোড়া মুগুর আছে আর কুস্তীর আখড়া। মৃত্তিকাতে এক চবুতরা বান্ধা। সেই বাগিচাতে যাইয়া সিদ্ধি খাইয়া প্রাতঃকৃত্য করিয়া মল্লবেশ ধারণ করিয়া দণ্ডকুস্তী করিয়া দুই প্রহরের সময় পুনর্ব্বার ভাঙ্গ খাইয়া বহির্দ্দেশে যাইয়া স্নান হয়। তাহার পর বাটীতে আসিয়া দেখেন যে রুটী তৈয়ার হইয়াছে। তখন আপনি ঐ রুটী তরকারি যাহা ব্রাহ্মণী তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সকলের পারণ* করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মণীকে এক পারণ করিয়া দিয়া, আপনার খাইবারমত দ্রব্য লইয়া, আহারাদি করিয়া বাহিরে গেল। এখানে চোবেনীরা যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, চোবেরা ভাঙ্গ খাইয়া মত্ত হইয়া রাত্র দেড়প্রহর সাত ঘড়ির সময় আসিয়া কহিলেন, "আহারের কি আছে আন।" চোবেনীরা আপন উপার্জ্জিত লাড্ডু, পেড়া, অমৃতি, বরফি, রাবড়ি ইত্যাদি মিষ্ট মিষ্ট দ্রব্যাদি আহার করিতে দিলে তাঙ্গের মুখে অধিক মিষ্টান্ন খাইয়া বিহ্বলে নিদ্রা। চৈতন্য কিছু থাকে না। এই মত চোবেদিগের বলিষ্ঠ কর্ম্ম। উপার্জ্জনের স্থান বিশ্রান্তঘাট।† এই ঘাটে স্নানান্তে যে যাহা দান করে, চোবেদিগের প্রাপ্য। যাহার যে পুরোহিত চোবে দান-দ্রব্য তাহার প্রাপ্য। চোবেসকল

* পারণ—(হিন্দী শব্দ) অন্নাদি পরিবেশন, ভোক্তার-সম্মুখে ভোজ্যদ্রব্য স্থাপন।

† বিশ্রান্ত ঘাট—মথুরার প্রসিদ্ধ ঘাট। কংসকে সংহারপূর্ব্বক ক্লান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ।

অধিক আহারী। চারিসের পাঁচসের মিষ্টান্ন অক্লেশে আহার করে। দেখিতে বলেতে মল্লতুল্য।

নানাদেশীয় শেঠদিগের কুঠী এবং বাস। সুরাট, বোম্বাই, গুজরাট, উজ্জয়িনী, আজমীঢ়, বিকানীর, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, জয়পুর, ভরতপুর, মাড়োয়ার, পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ফরকাবাদ, বিঠৌর, কোটা, বুন্দেলখণ্ড, বেতুর, কাশী, মির্জ্জাপুর ইত্যাদি দেশ সকলের শেঠগণ অত্যন্ত ধনাঢ্য আছে। তাহার মধ্যে একণে লছমীচাঁদ ও রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দদাস তিন সহোদর। ইহাদের তুল্য ধনী কেহ নহে। রাজা পাটনীমল ও মনোহরদাস এবং সা বিহারীলাল অধিক ধনী। ইহাদিগের হইতে অধিক ধন লছমীচাঁদের। ইহার পৈতৃক ধন নহে। ইহাদের পিতা ক্ষুদ্র কর্ম্ম করিত, ছোলা বিক্রয় করিয়া দিন নির্ব্বাহ করিত। সৌভাগ্যক্রমে গোয়ালিয়র রাজার দেওয়ান পারক মথুরামণ্ডলে বাস এবং দেবকৃত্য করিতে আসিয়া লছমীচাঁদকে পোষ্যপুত্র করিয়া আপন গদির মালিক করিল। পারক মথুরা আসিবার কারণ—গোয়ালিয়ররাজ অধিকারে এক সন্ন্যাসী ছিল, তাহার বহু ধন ছিল। চারি পাঁচ ক্রোর টাকার অধিক ধন। সন্ন্যাসী গত হইলে ঐ ধন রাজভাণ্ডারে আইসে, কিন্তু রাজা বিবেচনা করিলেন যে, সন্ন্যাসীর ধন ভাণ্ডারভুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। দেওয়ান পারকজিকে কহিলেন, "এ ধন কি কর্ত্তব্য?" পারক কহিলেন, "তীর্থস্থানে কৃত্য।" রাজ-আদেশ হইল, "এইক্ষণে কর্ত্তব্য।" এই অনুমতি হইলে পর পারক বিবেচনা করিল, আমার পুত্রাদি নাই—শেষাবস্থা হইয়াছে। এই ধন লইয়া

মথুরার শেঠী

ব্রজভূমে মথুরাপুরীতে দেবসেবা করা কর্ত্তব্য। যদি এক উত্তম দেবমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এই বিবেচনা মনে করিতে করিতে এমতকালে সংবাদ হইল যে, রাজধানীতে এক পুষ্করিণী খনন হইতেছিল তন্মধ্যে এক প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ বাহির হইয়াছে, পাথরের কপাটে রুদ্ধ আছে। এই সংবাদে রাজা ও রাজমন্ত্রী পারক আর আর পাত্র মন্ত্রী সৈন্তাধ্যক্ষগণ সমভ্যারে তৎস্থানে উপস্থিত হইয়া ঘর দেখিয়া দ্বার মুক্ত করিতে রাজাজ্ঞা হইলে ভৃত্যগণ উপায় দ্বারা দ্বারমুক্ত করিল। তন্মধ্যে শ্রী৺দ্বারকাধীশের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। তাঁহাকে উঠাইবার জন্ত রাজা অনেক উপায় করিলেন, কোনক্রমে তুলিতে পারিলেন না। পরে পারককে আদেশ হইল যে, তুমি আমার সেবা কর মথুরাতে লইয়া যাইয়া। রাজাকেও এই কথা স্বপ্নাবেশে কহিলেন। তৎপরে রাজার নিকট পারক বিগ্রহ লইয়া মথুরাবাসের বিষয় জানাইবামাত্র রাজাজ্ঞা হইল যে, সন্ন্যাসীর যে ধন ভাণ্ডারে আসিয়াছে, আর সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোষাগার হইতে যত অর্থ লইয়া যাইতে পার তাহা লইয়া তীর্থস্থানে কৃত্য কর। রাজ-আদেশে পারকের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইলে আপন অর্থ লইয়া আর ঐ দ্বারকাধীশ মূর্ত্তি লইয়া মথুরানগরে আসিয়া বিশ্রান্তঘাটে রিমাওয়ালা রাজার যে তুল নির্ম্মিত আছে (যে তুলে স্বর্ণ তুল করিয়া আশিনগ স্বর্ণ বিশ্রান্তঘাটে দান করেন, এজন্ত আর কেহ ঐ স্থানে তুলা করিতে ক্ষমবান হয় না, তাহার তাৎপর্য্য যেমত ব্যয় তুলাতে রিমার রাজা করিয়াছেন তাহার অধিক কিম্বা তত্তুল্য করিতে পারিলে তৎস্থানে তুল নির্ম্মিত করিবে) ঐ তুলের দক্ষিণে এক মন্দিরে দ্বারকাধীশকে রাখিয়া সেবা করিত। আর যে মন্দিরে একণে আছেন, ঐ স্থানে প্রস্তরের সুগঠন মন্দির নির্ম্মিত হইল। ঐ

মন্দিরে দ্বারকাধীশ ও মথুরানাথ আর মুরলী-মনোহর এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ এই সকল দেবদেবী একত্রে রাখিয়া রাজসেবাতে সেবার নিয়ম করিলেন। পারকের সকল বিষয় দ্বারকাধীশের। শ্রীজির ভাণ্ডারে অসংখ্য ধন, হীরা, জহরৎ, মতি, পান্না, স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার ও আসবাব সকলই আছে। রাজাধিরাজ নাম। পারক আপন জীবদ্দশাতে উত্তমরূপে দেবসেবা এবং ছত্র ও ধর্ম্মশালাতে ব্যয় করিয়া শেষাবস্থাতে দেবসেবাদি সৎকর্ম্ম সকল প্রচলিত থাকিবার জন্য লছমীচাঁদ শেঠকে গদির মালিক করিলেন। এক্ষণে লছমীচাঁদ ঐ ধনেশ্বর হইয়াছে। ছাপান্ন ক্রোর ধন শুনিতে উপাখ্যান। এই ধন তিন সহোদরে রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেবসেবাদি করিতেছে। ইহাদিগের তমোগুণ শরীরে নাই।

দ্বারকাধীশের বিভব ও তাদৃশ যে ঝুলনের হিন্দোলা তিনখানা সুবর্ণে নির্ম্মিত। তিন লক্ষ মুদ্রা মূল্য আর স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত আশা-শোটা, বল্লম, ছত্র, আড়ানি, পল্লা, নিশানের ছড়, শতসহস্র ঝাড়-লণ্ঠন, দেওয়াল-গিরি বাটীতে এক হস্ত অন্তরে সাজান। চতুর্দ্দিকে মুকুরে মণ্ডিত রূপার বৃহৎ বৃহৎ হাঁড়া ও গুদনা, পরাৎ সকল, ভোগের থাল, বাটি, স্বর্ণের রূপার দুই আছে। আভরণের মূল্য কি কহিব। নীলকান্ত, লালকান্ত, পোখরাজ, মুক্তা সকল তিন চারি লক্ষ টাকার আভরণে সুশোভিত। স্বর্ণ রূপার গণনা কি আছে? পোষাক কত শত বহু মূল্যের সুবর্ণখচিত বস্ত্রাদি আছে তাহার নিরূপণ কি? প্রতি দিবস তিন সময় নূতন নূতন পোষাকসকলে শৃঙ্গার হয়। দেবালয়ে হাজার মনুষ্য প্রতিদিবস আহার করে। সেবার উত্তম বরাদ্দ আছে। রাজকোষের রূপ্যাদির খরচ অধিকন্তু।

দ্বারকাধীশ

প্রধান দেবালয় দ্বারকাধীশের। তাহার বিশেষ কারণ প্রাচীন মূর্ত্তি মথুরানাথ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ আর মুরলীমনোহর চারি বিগ্রহ এক মন্দিরে আছেন। ইহার মধ্যে দ্বারকাধীশ। অচল-যাত্রা-উৎসবে চিত্রপট যে দ্বারকাধীশের আছে তাহাই বাহিরে আইসে। যে স্থানে শ্রীমন্দির ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কংসবধান্তে রাজসিংহাসন করেন। এজন্য মথুরানাথ লক্ষ্মীনারায়ণ স্থাপিত থাকেন। যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা গমন করেন, লক্ষ্মী-নারায়ণ-মূর্ত্তি পটে ছিল।

ইহার নিকটে কংসটীলা। যে স্থানে কংস রাজার অন্তঃপুর ছিল যমুনাতীরে, এক্ষণে ঐ কেল্লা ভাঙ্গিতেছে। অনেক নিম্নে এক

কংসের অন্তঃপুর

কোষাগার বাহির হইয়াছে, তাহাতে অতি বৃহৎ একতালা ছিল। কংসের বাটী হইতে রঙ্গ-ভূমি পর্য্যন্ত কংসালয়। ইহার নাম মধুপুরী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মধুপুরীর চারি দ্বার। চারি দ্বারে চারি অনাদি শিব আছেন।

পূর্ব্বদ্বারে পিপুড়েশ্বর। দক্ষিণদ্বারে রঙ্গেশ্বর যথায় কংসরাজার রঙ্গভূমি। পশ্চিমদ্বারে ভূতেশ্বর, এই স্থানে পাতালদেবী আছেন।

মথুরার চারি শিব

মাহেশ্বরী দেবী মহাপীঠ। এস্থানে ভগবতীর অঙ্গপতন হয়। ভূতেশ্বর ভৈরব। উক্ত স্থান হইতে ব্রজ ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমের প্রথম সূত্র। উত্তর দ্বারে গোকর্ণেশ্বর। এই চারি শিব মধুপুরী রক্ষা করিতেছেন। গোকর্ণেশ্বর মূর্ত্তিমান্—যমুনার তীরে মন্দির।

ধ্রুবটীলা—যথায় ধ্রুবমহাশয় পঞ্চম বর্ষের বালক তপস্যা করেন, তাহার বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে প্রকাশ আছে।

সপ্তঋষিটীলা—সনক, সনাতন প্রভৃতি সাতজন ঋষিতে এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন।

বলিটীলা—বলিরাজার তপস্যার স্থান।

কংসটীলা*—কংসরাজার মল্লযুদ্ধ-স্থান।

মহাবিদ্যাদেবী—পর্ব্বত উপরে। প্রস্তরপিণ্ডাকৃতি। চোরে-দিগের ইষ্ট-স্থান।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি কংসের কারাগার মধ্যে। যথায় মল্লদিগের স্থান। এই স্থানে বসুদেব দেবকী শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ অন্তরে পোতরাকুণ্ড, যাহাতে দেবকী প্রসবের বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করেন। এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে শানবান্ধা ঘাট। জন্মভূমি মল্লখেড়াতে। ইহার উত্তরদিকে পোতরাকুণ্ড। দক্ষিণদিকে কেশবদেবমূর্ত্তি আছে, বজ্রস্থাপিত, ব্রজভূমের চারিদেব মধ্যে একদেব।

বলদেবের মন্দির

বলদেবজিউর মন্দির পিপুড়েশ্বর শিবের দক্ষিণ। বলদেব-জিউর ঝাঁকি দর্শন—অতি কষ্টে দর্শন পাওয়া যায়। বলদেবের গোস্বামিগণ ধনাঢ্য। বড় বড় ধনী সকল শিষ্য। স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাব অধিক আছে।

সহরের মধ্যে টীলার উপরে কুব্জানাথের মন্দির। তাহার পূর্ব্বে রাধাগোবিন্দজিউ। তাঁহার নিকট রাধাকান্তজিউর মন্দির। চুড়িওয়ালা শেঠের বাটিতে শ্রী৺মদনমোহন জিউ। এই সকল দেবালয়ে ঝুলন পনর দিন হয়। দ্বারকাধীশের মন্দিরে একমাস।

* কংসটীলা—যমুনার উত্তরসীমায় একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ পতিত দৃষ্ট হয়, উহাকে সাধারণলোকে "কংসকা কিলা" নামে অভিহিত করে। কিন্তু অন্তর প্রবাদ, সম্রাট্ আকবর সাহের বিখ্যাত সেনানী জয়পুররাজ মানসিংহ ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। কালবশে তাহাই ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে।

চুড়িওয়ালা ছোট বাড়ী ঝুলনে এবং সাজিতে উত্তম সাজান হয়। দেওয়ালিতে আর ভরত-বিলাপে মধুপুরী সুসজ্জীভূতা হইয়া সুশোভিত হয়।

মধুপুরীর যমুনায় যে সকল ঘাটে স্নান-তর্পণ দানাদি করিতে হয় তাহার ঘাট সকলের নাম—

মথুরারঘাট*

মথুরায় পঁচিশ ঘাট ও তীর্থ। বিশ্রান্তঘাট মধ্যস্থলে। ইহার দক্ষিণে ১২ ঘাট। উত্তর-কোটিতে বার ঘাট। বিশ্রান্তঘাট অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলদেব কংসদৈত্যকে বধ করিয়া ঐ ঘাটে বসিয়া বিশ্রাম, স্নান করিয়া

* মথুরার ২৪ ঘাট—১ গণেশঘাট, ২ দশাশ্বমেধঘাট, ৩ চক্রতীর্থঘাট, ৪ কৃষ্ণগঙ্গাঘাট, ৫ সোমতীর্থঘাট (বসুদেবঘাট), ৬ ব্রহ্মলোকঘাট, ৭ ঘণ্টাভরণঘাট, ৮ ধারাপতনঘাট, ৯ সঙ্গমতীর্থঘাট (বৈকুণ্ঠঘাট), ১০ নবতীর্থঘাট, ১১ অসিকুণ্ড ঘাট, ১২ অবিমুক্তঘাট, ১৩ প্রয়াগঘাট, ১৪ কনখলঘাট, ১৫ তিন্দুকঘাট, ১৬ সূর্য্যঘাট, ১৭ চিন্তামণিঘাট, ১৮ ধ্রুবঘাট, ১৯ ঋষিঘাট, ২০ মোক্ষঘাট, ২১ কোটিঘাট, ২২ বুদ্ধঘাট, ২৩ বলভদ্রঘাট, ২৪ যোগঘাট।

মথুরায় কেল্লা হইতে যমুনাবাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যমুনার বক্ষে উক্ত ২৩টি স্নানের ঘাট আছে। ঐ গুলির প্রত্যেকটিতে কোন না কোন তীর্থপ্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়া থাকে। উত্তরে গণেশঘাট, মানসঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, চক্রতীর্থঘাট, কৃষ্ণগঙ্গাঘাট, কালিঞ্জরেশ্বর মহাদেবমন্দির, সোমতীর্থ বা বসুদেবঘাট, ব্রহ্মলোকঘাট, ঘণ্টাভরণঘাট, ধারাপতনঘাট, সঙ্গমতীর্থঘাট বা বৈকুণ্ঠঘাট, নবতীর্থঘাট ও অসিকুণ্ডঘাট এবং দক্ষিণভাগে অবিমুক্তঘাট, বিশ্রান্তিঘাট, প্রয়াগঘাট, কনখলঘাট, তিন্দুকঘাট, সূর্য্যঘাট, চিন্তামণিঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিঘাট, মোক্ষঘাট, কোটিঘাট ও বুদ্ধঘাট। কংসাসুরকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রান্তিঘাটেই বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এখানে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদান করিলে যমুনাগর্ভের কচ্ছপসমূহ আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

নানাবিধ দ্রব্যাদি ভক্ষণ এবং আপন শিরোভূষণ মুকুট চিহ্ন-

এই বিশ্রান্তিঘাটের সন্নিকটে কংসখাড়ি নামে একটী খাত আছে। প্রবাদ, কংসের মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টির জন্ম এইস্থান দিয়া যমুনাতীরে আনীত হয়। যোগ-ঘাট ও প্রয়াগঘাটের মধ্যস্থলে বেনীমাধবতীর্থ ও শৃঙ্গারঘাট অবস্থিত। প্রয়াগ-ঘাটে রামেশ্বর মহাদেব এবং শৃঙ্গারঘাটে পিপ্পলেশ্বর মহাদেব ও বটুকনাথ বিদ্যমান আছেন। উক্ত ২৪টী ঘাটে দ্বাদশতীর্থ প্রধান। যথা—১ অবিমুক্ত-তীর্থ, ২ বিশ্রান্তিতীর্থ, ৩ প্রয়াগতীর্থ, ৪ কনখলতীর্থ, ৫ তিন্দুকতীর্থ, ৬ সূর্য্য-তীর্থ, ৭ ধ্রুবতীর্থ, ৮ তীর্থরাজ, ৯ ঋষিতীর্থ, ১০ মোক্ষতীর্থ, ১১ কোটিতীর্থ ও ১২ বায়ুতীর্থ। বরাহপুরাণে লিখিত আছে—

উপরি উক্ত দ্বাদশতীর্থের মধ্যে অবিমুক্ততীর্থে স্নান করিলে মুক্তি হয়। সকল তীর্থস্থানে যে ফল, এক বিশ্রান্তিতীর্থে দেবমূর্ত্তিদর্শনে সেই ফল এবং স্নান করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল এবং এখানে মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠলাভ হইয়া থাকে।

"প্রয়াগং নাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্লভম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
ইন্দ্রলোকং সমাসাদ্য নরোঽপ্সরৌ দেবি মোদতে।
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্ যমলোকং স গচ্ছতি॥"

(বরাহপুরাণ ১৫২ অধ্যায়, ৩৮—৩৯ শ্লোক)

কনখল অতি শুভতীর্থ, এখানে স্নানমাত্র স্বর্গলাভ ঘটে।

"তথা কনখলং নাম তীর্থং গুহ্যং পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে স মোদতে॥" ৪০

(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

তিন্দুকতীর্থস্নানেও বৈকুণ্ঠলাভ।

"অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥"

(বরাহপুরাণ ১৫২।৫১)

স্তম্ভ স্থাপন। এই ঘাটে এক মন্দির মধ্যে বসিবার গদি আছে, তাহার উপর মুকুট থাকে এবং নানা পুষ্পচন্দনে শোভান্বিত হয়।

রবিবারে, সংক্রান্তি দিবসে ও চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণে সূর্য্যতীর্থে স্নান করিলে রাজসূয়-ফল লাভ হয়।

"ততঃ পরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা ॥৫০
তস্মিন্ তীর্থে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তত্রাথ মুচ্যতে প্রাণান্মমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৫৪
আদিত্যাহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ॥" ৫৬
(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

ধ্রুবতীর্থ—ধ্রুবতীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের মুক্তি হয় এবং স্নানকারী বৈকুণ্ঠ-লাভ করিয়া থাকে।

"ধ্রুবেণ তত্র সন্তপ্তং যেচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে।
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্মমলোকে মহীয়তে॥" ৫৭
(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

ঋষিতীর্থ—ঋষিতীর্থে স্নান করিলে ঋষিলোক প্রাপ্তি ও তথায় মৃত্যু হইলে বৈকুণ্ঠ-লাভ হয়।

"অথাপিদে মহাদেবি ঋষিতীর্থং পরং মম।
তত্র স্নাতো নরো দেবি ঋষিলোকং প্রপদ্যতে॥
অথাত্র মুচ্যতে প্রাণান্মম লোকে মহীয়তে॥" ৬০
(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

মোক্ষতীর্থ—ঋষিতীর্থের দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ, এখানে স্নান করিলে মোক্ষ-লাভ হয়।

"দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং পরং মম।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ মোক্ষমেব প্রপদ্যতে॥" ৬১
(বরাহপুরাণ ১৫২ অঃ)

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
		চাকদহ	৫৬৭
চ		চাণক	৫৬৯

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা

* ১৭৫ পৃষ্ঠায় যেখানে লালাবাবুর কুঞ্জ আছে উহার প্রকৃত পাঠ কালাবাবুর কুঞ্জ হইবে।